

‘নীতি নির্ধারক স্তরে বাংলার সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুনঃ গত সপ্তাহেই দু’দিনের ভারত সফর করে গিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন। আর তারপর থেকেই ফের চর্চায় ভারত-বাংলাদেশে জলবন্টন ইস্যু। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, জলবন্টন চুক্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। যদিও সেই অভিযোগ মানতে নারাজ কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রে, এমনই দাবি উঠে আসছে। এসবের মধ্যেই এবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূখ্য উপস্টো। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তার স্পষ্ট দাবি, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকে যে রিপোর্ট জমা পড়েছিল, তাতে বাজা সরকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনও প্রতিকলন নেই। সংবাদমাধ্যম সূত্রে পাওয়া তথ্য তুলে ধরে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, “যে চিঠির কথা কেন্দ্র এখন বলছে, সেটি ২০২৬ সালের ২৪ জুলাইয়ের। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করেছিল। মোট ১২ জন সদস্যের টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তার মধ্যে একজন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিক ইঞ্জিনিয়ার পদের।” এরপর মুখ্যমন্ত্রীর মূখ্য উপস্টোর আরও সংশোধন, “সেই কমিটি কেন্দ্রীয় জল কমিশনকে তাদের রিপোর্ট দিয়েছিল, যেটা কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকে জমা পড়েছিল। ওরা বলছে রাজ্য সরকারের ফিক ইঞ্জিনিয়ার তার মত দিয়েছেন সেখানে। কিন্তু ফিক ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে দুই একটি ছোট টেকনিক্যাল ইনপুট ছাড়া কিছু চাওয়া হয়নি। অনলাইন মিটিংয়ে ও পরে ইস্যুই দুই একটি ছোট টেকনিক্যাল ইনপুট ছাড়া এই রিপোর্ট রাজ্যের কিছু প্রতিফলিত হয়নি। এই রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিকলনের কোনও প্রকাশ করে না।” আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন, জলশক্তি মন্ত্রক এই কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কোনও চিঠি যেমনি, কোনও আলোচনাও করেনি। অতীতে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক জলবন্টন সংক্রান্ত ও রাষ্ট্রের মানুষের অন্ন-বস্ত্র-সংস্থানের সঙ্গে যুক্ত নদীক্ষম, নদী ভাঙনের যে সব কথা মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছেন, টেকনিক্যাল রিপোর্টে তার কোনও উল্লেখ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি নির্ধারক স্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারক স্তরের কোনও আলোচনা নেই এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারত-বাংলাদেশ জলবন্টনের ইস্যুটি নিয়ে।

স্পিকার প্রশ্নে রাহুল-অভিষেক কথা সংসদে!

নয়াদিল্লি, ২৫ জুনঃ সাংসদ পদে শপথ গ্রহণের জন্য মঙ্গলবার লোকসভায় গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্ভবত এর পরই চিকিৎসার জন্য বিদেশে রওনা হবেন তিনি। তার আগে এদিন লোকসভার ট্রেজারি বেষ্টে রাহুল গান্ধির সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা ফ্রেমে বন্দি হয়ে রইল। লোকসভার স্পিকার নির্বাচনের প্রশ্নে এদিন সকাল থেকে সংসদ সরগরম। এনডিএ জেট স্পিকার পদে বিজেপি সাংসদ ওম বিডলার নাম প্রস্তাব করেছে। কংগ্রেস তাতে প্রাথমিক ভাবে সম্মত ছিল। সেই সঙ্গে চেয়েছিল ডেপুটি স্পিকার পদটি কংগ্রেসকে ছেড়ে দেওয়া হোক। কারণ, সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধীদের ডেপুটি স্পিকারের পদ ছেড়ে দেওয়াটা এক সময়ে রেওয়াজ ছিল। তা মানতে নারাজ সরকার। তাই স্পিকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। প্রশ্ন হল এতে কংগ্রেসকে তৃণমূল সমর্থন জানানো কিনা! সেই প্রশ্নগুটি এদিন রাহুল-অভিষেকের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। তৃণমূল সূত্রে জানানো হচ্ছে, সক্ষম অভিষেকের উপস্থিতিতে সংসদীয় দলের বৈঠকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে তৃণমূল। তৃণমূল সূত্রে আরও বলা হচ্ছে, সামগ্রিক ভাবে সংসদে কল্ল সমন্বয়ের ব্যাপারে রাহুল-অভিষেক কথা হয়েছে। সংসদে এবার বিরোধী দলনেতার পদ পাবে কংগ্রেস। সাক্ষর জাতীয় দলের ওয়াকিং কমিটিতে প্রস্তাব করা হয়েছে রাহুল সেই দায়িত্ব গ্রহণ করুক।

মমতার এই বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি, কেন্দ্রের এটা করা উচিত। শেখ হাসিনা



ঢাকা, ২৫ জুনঃ একদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গা-তিস্তার জলবন্টন নিয়ে সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হয়েছে। অবগত করা হয়নি রাজ্য সরকারকে। এরপরই মমতা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এক তরফা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে বাংলা জুড়ে আন্দোলন চলবে, দেশ জুড়ে আন্দোলন হবে। এবার এই বিষয়ে মুখ খুললেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জানিয়েছেন, “এটা ভারতের ‘অভ্যন্তরীণ বিষয়’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্র মোদি, দুজনের সঙ্গেই তার সুসম্পর্ক রয়েছে। তবে, ভারতের নদীগুলি ড্রেজিং করার বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন তিনি। সম্প্রতি দু’দিনের সফরে ভারতে এসেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর এই সফরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১০টি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিস্তা প্রকল্প এবং ফরাঙ্কা-গঙ্গা চুক্তি সম্পন্ন করার দিকে এগিয়েছে দুই দেশের সরকার। আর বঙ্গের রাজ্য সরকারকে বাদ দিয়ে, বাংলার বিভিন্ন নদীর বিষয়ে দুই দেশের এই আলোচনার প্রেক্ষিতে, কেন্দ্রের বিকল্পে বন্দ্যাব অভিযোগ এনেছেন মমতা। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, মঙ্গলবার শেখ হাসিনা বলেন, “মমতা তো

চিঠি লিখেছেন তাঁদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে। এটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমার এই বিষয়ে কিছু বলার নেই। তবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ভাল সম্পর্ক আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ভাল। সত্যি কথা বলতে, ভারতের সব দলের সঙ্গেই আমার সুসম্পর্ক আছে।” তিস্তা প্রকল্পের বিষয়ে হাসিনা জানিয়েছেন, তিস্তা প্রকল্পটি নিয়ে অনেকদিন ধরেই দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ২১ দফা কর্মনিমিত্ত প্রোগ্রামেও এই প্রকল্প রূপায়নের কথা বলা হয়েছিল বলে জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দল আগামি লিগও বিভিন্ন সময়ে এই প্রকল্প রূপায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। হাসিনা বলেন, “তিস্তা প্রকল্প শুধু তিস্তার জল বন্টনের বিষয় নয়, পুরো তিস্তা নদীকেই পুনর্জীবিত করা হবে। উত্তরাঞ্চলে আমরা সেচের ব্যবস্থা করতে চাই, যাতে অধিক ফসল হয়, সেটাই আমরা করব।” গঙ্গার জল বন্টনের চুক্তিও নবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ভারত থেকে একটি টেকনিক্যাল গ্রুপ বাংলাদেশে এসে সমীক্ষা করবে, তারপর সেই চুক্তি হবে বলে জানিয়েছেন হাসিনা। তবে, ভারতের নদীগুলির ড্রেজিং করা উচিত বলে মত হাসিনার। তিনি বলেন, “মমতার একটি বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি, তাদের নদীগুলি ড্রেজিং করা দরকার। বিভিন্ন জায়গায় পলি জমছে। ড্রেজিং-এর কাজ করলে তাদের যে জলের অভাব, বিশেষ করে পানীয় জলের সমস্যা থাকবে না। আমরা মনে হয়, মমতার দাবি মেনে কেন্দ্রের তা করা উচিত। আমরা যেমন ড্রেজিং করেছি। যার ফলে, এখন বন্যায় আগের মতো ক্ষতি হয় না। আসলে নদীর ধারণক্ষমতা বাড়াতে হয়।”

ব্রিটানিয়া কোম্পানি বন্ধ হয়নি, মঙ্গলবারই ১২০০ কোটি টাকার বিস্কুট তৈরি করেছে অমিত মিত্র



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুনঃ বিপুল জনপ্রিয় বিস্কুটের ব্র্যান্ড ব্রিটানিয়া কোম্পানি কলকাতায় তাদের কারখানা বন্ধ করেনি এবং বাংলা ছেড়ে যায়নি। এদিন বিকালে নবাবের সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানানলেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র। অমিত মিত্র বলেন, “মঙ্গলবারও তারাভায়া কোম্পানির কারখানায় ১২০০ কোটি টাকার বিস্কুট তৈরি হয়েছে। যেটা বলা হচ্ছে সেটা উদ্দেশ্যপ্রসঙ্গিত ভাবে বলা হচ্ছে।” প্রসঙ্গত, তারাভায়া অবধি ১০০ বছরের পুরনো এই কারখানা সোমবার থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন কর্মীদের একাংশ। তাঁরা জানিয়েছিলেন, সোমবার কাজে গিয়ে কারখানার গেটে সাপসেশন অফ ওয়ার্কের নোটিস দেখতে পান। এরপরই কারখানার বন্ধের খবর ছড়িয়ে পড়ে। একাংশ কর্মী এও দাবি করেন, আজকাল আর লাভের মুখে দেখছিল না ব্রিটানিয়া। সেই কারণেই তারাভার কারখানা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠকে অমিত মিত্র বলেন, “ব্রিটানিয়ার এলেকট্রিটিভের ভাইস প্রেসিডেন্ট ঘট দুয়েক আগে বিদেশ থেকে ফেরা করেছিলেন। উনি জানিয়েছেন, কারখানা বন্ধ করার খবর ঠিক নয়। বাংলায় ব্রিটানিয়া কোম্পানি ছিল এবং থাকবে।” অমিত আরও বলেন, “কলকাতায় এলে কোম্পানিকে কী করে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায়, তা নিয়ে সরকারের সঙ্গে ওরা আলোচনা করতে চাইছে। ওদের রেজিস্টার্ড অফিস কলকাতায় আছে, থাকবে। শেখার হোল্ডার মিটিং কলকাতায় হতে, আগামী দিনেও হবে।” দেশের অন্যতম বড় খাবার প্রস্তুতকারী ১০০খা ব্রিটানিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গে তাদের তৃতীয় বৃহত্তম মার্কেট। বছরে ৯০০ কোটি টাকার বেশি লাভ করে এই কোম্পানি। কলকাতা বন্দরের ১১ একর জমির ওপর তৈরি হওয়া এই ব্রিটানিয়া কারখানা ২০১৮ সালেই জমির লিজ ৩০ বছর পর্যন্ত রিনিউ করছে। সেই সময়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ৩০০-৩৫০ কোটি টাকা বাংলায় নতুন করে বিনিয়োগ করার কথাও ভেবেছিল বলে জানা গেছে। তারই মাঝে সোমবার কারখানা বন্ধের কথা জানিয়েছিলেন একাংশ কর্মী।

কল্যাণ সংসদে শপথ নিতে গিয়ে মন্ত্রপাঠ করলেন, জয় জগন্নাথ জয় মা কালী কিছুই বাদ রাখলেন না!

নয়াদিল্লি, ২৫ জুনঃ সংসদে প্রণব মুখোপাধ্যায় বা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো রক্ষণশীল নেতারা থাকলে এ সব দেখে কী প্রতিক্রিয়া জানাতেন কে জানে! মঙ্গলবার লোকসভায় নতুন আসদদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পূর্ণ যেন রাজনৈতিক সভা মঞ্চে পরিণত হল। এর শুরুটা এদিন সকালে করেছিলেন হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াহিদ। শপথ পাঠের পর তিনি জয় ভীম, জয় হিম, জয় প্যালাস্ট্রিনা স্লোগান তোলেন ওয়াহিদ। পরে ডান হাতে সংবিধান হাতে নিয়ে শপথ পাঠ করেন রাহুল গান্ধি। তার পর জয় হিন্দ, জয় সংবিধান স্লোগান তুলে নেন আসেন রাহুল। আর তাদের সবাইকে ছাপিয়ে যান শ্রীমামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথাগত শপথ বাক্য পাঠের পর চণ্ডী থেকে স্লোক বলতে শুরু করেন কল্যাণ। নারায়ণী নমস্তুতে বলে সেই মন্ত্র পাঠের পর



মমতা ব্যানার্জি জিদ্দাবাদ জয় বাংলা, জয় কালী, জয় জগন্নাথ ধ্বনি তুলতেও দ্বিধা করেননি কল্যাণ। শ্রো টেম স্পিকার হিসাবে কল্যাণদের শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন কটকের সাংসদ। প্রাক্তন মন্ত্রীরা সম্ভবত সেই কারণেই তাঁকে সম্মোদন করতে গিয়ে কল্যাণ জয় জগন্নাথ

স্লোগান তুলেছেন নব নির্বাচিত সাংসদ সায়ানী ঘোষ। আবার জয় জঙ্গলমহল স্লোগান তুলেছেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরুণ চক্রবর্তী। শুধু তা নয়, শপথ পাঠের আগে অরুণ আবার দাবি করেছেন, নরেন্দ্র মোদি বারাগাসীতে যে ভোট পেয়েছেন জঙ্গলমহলে তাঁর ভোট পেয়েছেন তিনি। এ ব্যাপারেও আবার কল্যাণকেই সাক্ষী মনেছেন অরুণ। বাঁকুড়ার তালডাংরা বিধায়ক মেনেন অরুণ। প্রথম বার লোকসভা ভোটো জিতেছেন। তাঁর এই শপথ গ্রহণ দেখানোর জন্য বাঁকু থেকে একশ জন কর্মীকে বিনামূল্যে করে দিল্লি নিয়ে গিয়েছেন তিনি। তবে সংসদের ভিজিটরস গ্যালারিতে এখন দর্শকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। সেই কারণে তাঁর সমর্থকদের শেষ পর্যন্ত আর সংসদ ভবনে ঢোকাতে পারেননি অরুণ। তাঁরা দিল্লি পূর্ণন করে মঙ্গলবারই অভ্যন্তরে বিমান ধরেন।

এনডিএ’র স্পিকার পদপ্রার্থী ওম বিডলাই, বিরোধীরাও দিল প্রার্থী

নয়াদিল্লি, ২৫ জুনঃ ওম বিডলাকেই স্পিকার পদে মনোনয়ন দিল এনডিএ। অন্যদিকে ডেপুটি স্পিকার চেয়ে না পেয়ে পালাটা মনোনয়ন দিল ‘ইন্ডিয়া’ জেটা রাজধানীতে জমজমাট শাসকবিরোধী টানাপোড়েন। স্পিকার পদে বিরোধী জোটের পক্ষে মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কে সুব্রহ্মাণ্য। শেষ মুহূর্তে বিরোধীরা পালাটা প্রার্থী দেওয়ায় বুধবার লোকসভার স্পিকার নির্বাচনের জন্য ভোট হতে চলেছে। ওই ভোটে ভূটি হবে সকল ১১টা নাগাদ। সেক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অতীতে ভারতে এই প্রথম লোকসভায় ভোটের মাধ্যমে স্পিকার নির্বাচন করা হবে। কারণ ইতিহাস বলছে, এতদিন সাধারণত লোকসভা স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন বিরোধিতা ছাড়াই। গত দু’বার সেভাবেই লোকসভার স্পিকার হয়েছিলেন ওম বিডলা। যদিও এবার ভোটভাগ্যে শক্তিশালী বিরোধী জেটা। অন্যদিকে শরিক নির্ভরতার অস্বস্তিতে বিজেপি। ফলে ডেপুটি স্পিকার পদ পাওয়ার শর্তে ওম বিডলার স্পিকার পদে



ফেরায় রাজি ছিল বিরোধীরা। যদিও শাসক শিবির ডেপুটি স্পিকার পদও ছাড়তে চায়নি। এর পরই পালাটা স্পিকার পদে মনোনয়ন জমা দিলেন কংগ্রেস নেতা কে সুব্রহ্মাণ্য। সুব্রহ্মাণ্যর, স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার নিয়ে মঙ্গলবার কথা হয়েছিল মাল্লিকার্জুন খাডগে এবং

রাজনাথ সিংয়ের মধ্যে। স্পিকার নির্বাচনে বিরোধীদের সমর্থন চেয়ে সোমবার কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে কথা বলেন রাজনাথ। এর পর মমতা, অখিলেশ, স্ট্যালিন-সহ সমস্ত বিরোধীদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন খাডগে। এবং ডেপুটি স্পিকার পদের শর্তে

ওম বিডলাকে সমর্থনে সম্মতি জানানো হয়েছিল। যদিও শাসক শিবির কথা রাখেনি। সব মিলিয়ে লোকসভার স্পিকার পদ নিয়ে ধুকধুক রেষে গিয়েছে মুখোমুখি ওম বিডলা এবং কে সুব্রহ্মাণ্য। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিরঞ্জন সিং এএনআইকে বলেন, “অধ্যক্ষ সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার জন্য কংগ্রেস নেতা কেসি বেগুগোপাল ও ডিএমকে-এর টিআর বালু এসেছিলেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে কথা হয়। উনি তাঁদের এনডিএর তরফে স্পিকার পদপ্রার্থীর নাম জানান এবং সমর্থন চান। বেগুগোপাল সাহেবের বক্তব্য ছিল, ডেপুটি স্পিকার হিসাবে ইন্ডিয়ান কাউকে দিতে হবে। আর এখনই তার মান্যতা দিতে হবে।” রবিরঞ্জন দাবি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেগুগোপালকে জানান, যখন ডেপুটি স্পিকার পদে ভোটভূটি হবে, তখন মকলে মিলে বসে আলোচনা করেই ডেপুটি স্পিকার ঠিক হবে। তবে বেগুগোপাল দাবিতে অনড় ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, গণতন্ত্রে শর্ত দিয়ে, চাপ দিয়ে রাজনীতি হয় না।

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পরই ‘অ্যাকশন’

ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে শহর জুড়ে চলল পুলিশের অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুনঃ কলকাতা ও শহরতলির যত্রতত্র রাস্তার দু’পাশে ফুটপাথ দখল করে গাড়ি উঠেছে। শুধু দিনে নয়, নাইট ভিউটির কর্মীদের জন্য রাতের খোলা থাকে বহু দোকান। অভিযোগ, এর ফলে রাস্তার দু’পাশে ফুটপাথ কার্যত অবৈধ দখলদারিতে চলে গিয়েছে। মঙ্গলবার ইলেক্ট্রনিক কমপ্লেক্স থানা এলাকায় ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে হানা দেবে পুলিশ। বেসাইনিবনে যে দোকানগুলি ফুটপাথের উপরে রয়েছে সেগুলি

রুকের রাস্তার দু’ধারে বাঁশ, কাঠ ও ত্রিপলের ছাউনিতে অস্থায়ীভাবে অসংখ্য খাবারের দোকান গড়িয়ে উঠেছে। শুধু দিনে নয়, নাইট ভিউটির কর্মীদের জন্য রাতের খোলা থাকে বহু দোকান। অভিযোগ, এর ফলে রাস্তার দু’পাশে ফুটপাথ কার্যত অবৈধ দখলদারিতে চলে গিয়েছে। মঙ্গলবার ইলেক্ট্রনিক কমপ্লেক্স থানা এলাকায় ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে হানা দেবে পুলিশ। বেসাইনিবনে যে দোকানগুলি ফুটপাথের উপরে রয়েছে সেগুলি

করা যাবে না। বাড়ি থেকে রান্না করে এনে খাবার বিক্রি করতে পারেন ব্যবসায়ীরা। একইসঙ্গে রাস্তা পরিষ্কার রাখতে হবে। দখলদারির অভিযোগ রয়েছে, শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এনআরএস হাসপাতাল পর্যন্ত এলাকাতেও। সেখানেও দীর্ঘদিন ধরে হকারদের জন্য পথচারীদের হাটতে অসুবিধা হয় বলে অভিযোগ। দুপুরে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে গাড়িহাট, হাতিবাগানেও পৌঁছে যান পুলিশ কর্তারা। উত্তর-দক্ষিণের সেইসব জায়গাগুলিতেও বেশ কিছু



হয়েছে তাবড় নেতা কাউন্সিলর থেকে শুরু করে পুরসভার নানা স্তরের কর্তব্যভিদেরও। নবায়ের বৈঠক থেকেই শহর দখলমুক্ত করার কড়া বার্তা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠক মিটিংয়ে না মিটিংয়েই ‘অ্যাকশন মোডে’ পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যা থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকার ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে পুলিশ অভিযানে নামে। রাতের হাতিবাগান ও সল্টলেকে বেসাইনিবনে গাড়ি উঠে ওটা দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ কর্তারা। এরপর মঙ্গলবার সকাল থেকেই ফের শহরের দখলদারি রূপান্তর পথে নামে প্রশাসন। রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তির তালুক সল্টলেকের সেক্টর ফাইন কর্নসূত্রে বোজই হাজার হাজার রাস্তা যাবে না। ফুটপাথ লাগোয়া অংশে স্টোভ, গ্যাস আলিয়ে রান্না

সরিয়ে নেওয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়। যে সকল দোকান মালিকেরা রাস্তা দখল করে প্লাস্টিক টাঙিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন তারাও পুলিশের ধমকের মুখে পড়েন। এদিন সল্টলেকে ১৬ নম্বর ট্যাকের কোবি রুকের ফুটপাথের দোকানগুলিতে সরিয়ে দেয় বিধাননগর কর্পোরেশন ও পুলিশের কর্মীরা। অন্যদিকে, এদিন এসএসকেএম হাসপাতালের বাইরের ফুটপাথের জবরদখল হঠাতে উদ্যোগী হয় কলকাতা পুলিশ। সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলরও। তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, ব্যবসায়ীদের দোকান ছোটো করতে হবে না, তবে দোকানের চোয়ার-টেবিল কিংবা ছাতার মতো জিনিষপত্র ফুটপাথে রাখা যাবে না। ফুটপাথ লাগোয়া অংশে স্টোভ, গ্যাস আলিয়ে রান্না

দোকানের অংশ আবার রাস্তার উপরেও চলে এসেছে। ত্রিপল খাটিয়ে চলছে বোচকেনা। ওই জায়গাগুলির খিঁজি ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে সেখানকার ব্যবসায়ীদেরও কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এদিন একাধিক জায়গায় অভিযানের সময় দেখা যায়, কোনও দোকানের বাইরে ফুটপাথের উপরে বাঁশ পুতে করা হয়েছে ছাউনি। কোথাও ক্রেতাদের রান্না পেতে রাখা হয়েছে বোঝা। কোনও কোনও দোকানদারকে ফুটপাথের উপরে জলের ড্রাম বা গ্যাস সিলিন্ডার রেখে দিতেও দেখা যায়। সেই সমস্ত কিছুই পুলিশের তরফে অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। দোকানদারদের প্রশাসনিক কর্তাদের স্পষ্ট নির্দেশ, এভাবে ফুটপাথ দখল করে রাখা যাবে না।

শপথ নিতে হবে রাজভবনেই! সায়ন্তিকাকে পত্রাঘাত ‘একগুঁয়ে’ আনন্দ বোসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুনঃ বরাহনগরের জমী তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে শপথবাক্য পাঠ করতে চেয়ে রাজভবনে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সেই চিঠিরই পালাটা উত্তর এল রাজভবন থেকে। তিন পাতার চিঠি পাঠালেন রাজপাল সি ডি আনন্দ বোস। মূলত, বরাহনগর ও ডগবানগোলের নির্বাচিত বিধায়ক রোয়াত হোসেন সরকারের শপথ গ্রহণ ঘিরে বেশ কয়েকদিন ধরে রাজ্য-রাজভবনের জটিলতা চলছে। প্রথমে নতুন দুই বিধায়কের শপথের জন্য রাজভবনকে চিঠি পাঠায় বিধানসভার সচিবালয়। তারপরই রাজভবনের পক্ষ থেকে পালাটা চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয় প্রবীণ মহিলা বিধায়ক-নবীন বিধায়ক কে রোয়েছেন? তবে শপথ গ্রহণের সঙ্গে সেই চিঠির কী সম্পর্ক তা বুঝে উঠতে পারেনি বিধানসভার অধ্যক্ষ। এরপর ফের বিধানসভা চিঠি দিয়ে রাজভবনকে দ্রুত শপথ বাক্য পাঠের আবেদন করে। সেই চিঠির প্রেক্ষিতে সায়ন্তিকা ও রোয়াত হোসেনকে চিঠি পাঠায় রাজভবন। যদিও রোয়াতের দাবি তিনি কোনও চিঠি পাননি। অপরদিকে সায়ন্তিকার বক্তব্য, চিঠিতে কে শপথবাক্য পাঠ করাবেন সে কথা উল্লেখ নেই। গতকাল আবার সায়ন্তিকা চিঠি পাঠান সি ডি আনন্দ বোসকে। সেখানে তিনি লেখেন, ‘বিধানসভার সদস্য যখন আমি। তখন স্পিকার যদি শপথ বাক্য পাঠ করান তাহলে ভাল হয়। আপনি (রাজপাল) এটা কনসিডার করুন। আমি এলাকার কাজ করতে পারছি না।’ এরই প্রতিউত্তর এসেছে রাজভবন থেকে। রাজপাল তিন পাতার চিঠিতে পালাটা লিখেছেন, আগামিকাল রাজভবনে এসেই তাঁদের শপথ নিতে হবে। শুধু তাই নয়, চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে শপথবাক্য পাঠ নিয়ে সূত্রিম কোর্টে রায়ও। তবে এ দিনের চিঠিতেও কিন্তু কোথাও উল্লেখ নেই রাজভবনকে কে নব নির্বাচিত প্রার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। তবে থরে থরে লেখা ছিল মুখ্যমন্ত্রী সহ আর কে কে রাজভবনে শপথ নিয়েছেন। তাই সায়ন্তিকা-রোয়াতকে শপথ নিতে হবে রাজভবনেই স্পষ্ট করেছেন রাজপাল বোস। রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, “বিধানসভায় বিধায়করা



শপথ নবেরন এটাই নিয়ম। শুধুমাত্র তৃণমূল ও তৃণমূল বিধায়কদের বিবর্ত করতেই রাজপাল বিজেপির অঙ্গুলীহিনে এই অসহযোগিতা করছেন।” এদিন রাজভবন থেকে শপথগ্রহণের আমন্ত্রণের চিঠি পেয়েছিলেন দুপুরে। বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূলের দুই প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায়াত হোসেন সরকার বিকলেই এসে হাজির হলেন রাজ্যের স্পিকার বিধান বন্দ্যোপাধ্যায় দুয়ালে। সুব্রহ্মাণ্যর খবর, স্পিকারের কাছে তারা জানতে চান, এখন তাদের কী করণীয়? রাজ্যের বিধায়ক হিসাবে শপথ গ্রহণ করতে কি তবে রাজভবনেই যেতে হবে তাঁদের? নাকি তাদের-ইসলামের সন্ধ্যা এর পরেও বিধানসভাতে হবে শপথ গ্রহণ? ফলে শপথ ঘিরে জটিলতা বাড়ছেই। এখন দেখার রাজপাল বিধানসভায় এসে শপথবাক্য পাঠ করান নাকি সায়ন্তিকার রাজভবনে যান।

এবার হাওড়া স্টেশন থেকে ‘শাহাদত’ জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার আরও এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুনঃ রাজ্যে বাংলাদেশি ‘শাহাদাত’ মডিউলের আরও এক সদস্যহতাজন সদস্য গ্রেফতার। হাওড়া স্টেশন চকুর থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। অভিযুক্তের নাম হেরাজ শেখ। গৃহ ব্যক্তি নদিয়ার মাহাপুরের বাসিন্দা। এসটিএফ সূত্রে খবর, মহম্মদ হাবিবুল্লাহকে জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানে পাকড়াও এই সদস্যহতাজন। সম্প্রতি পশ্চিম বর্ধমানের কাকসা থানা এলাকা থেকে জঙ্গি যোগ সন্দেহে মহম্মদ হাবিবুল্লাহ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। এসটিএফ সূত্রে খবর, সম্প্রতি ‘শাহাদাত’ নামে এক নতুন জঙ্গি গোষ্ঠী গড়িয়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও এই জঙ্গি গোষ্ঠী বেশ সক্রিয়। বাংলাদেশে নিষিদ্ধ কু্যাত জঙ্গি সংগঠনে ‘আনসার-আল-ইসলামের’ সঙ্গেও এই সদ্য গড়িয়ে ওঠা জঙ্গি সংগঠন ‘শাহাদাতের’ যোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, যুর পথে আল কায়দার সঙ্গেও এদের যোগ রয়েছে সন্দেহ গোয়েন্দাদের। সুব্রহ্মাণ্যর খবর, জেরায় হাবিবুল্লাহ জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডার্ক নেটের জিহাদ নিয়ে পড়াশোনা করে নিজেই অনলাইনে সংগঠন তৈরি করেন। তিনি অন্য কারও কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছেন না বলেই দাবি করেছেন বলে খবর। গোয়েন্দারা দাবি করেছিলেন, হাবিবুল্লাহের সঙ্গী হিসাবে আরও ৩ জনের হাদিশ পরিচয় করে তারা। তাঁদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। এরপর আজ হাওড়া স্টেশন চকুর থেকে পাকড়াও করা হল একজনকে।



অতিশীর পাশে তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : দিল্লির জল সমস্যার সমাধানের দাবিতে অনশনের জেরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হলো অতিশীরা মঙ্গলবার ভোররাতে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তার আগে সোমবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা দেখা করেন তাঁর সঙ্গে। আম আদমি পার্টি সূত্রে জানা গেছে, তৃণমূলের সাংসদরা অতিশীর স্বাস্থ্যের খবর নেন তাঁর কাছে। এদিন কৃষকগণের তৃণমূল সাংসদ মহয়া মৈত্র ও জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল দেখা করেন অতিশীর সঙ্গে। দিল্লির জলমন্ত্রীরা সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া তৃণমূলের সংসদীয় দলের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষও।প্রথম লোকসভা অধিবেশনের প্রথম দিনই তৃণমূল সাংসদদের আম আদমি পার্টির নেত্রীর পাশে ভাড়াানো খুইই তাপর্ধপূর্ণ ও ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অতিশীর অনশন মধ্যে তৃণমূলের মহিলা সাংসদদের উপস্থিত থাকাকে বিভিন্ন বিরোধী দলগুলির একে অপরের পাশে থাকার বার্তা বলেই মনে করছে রাজনীতির রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞেরা একশা।

নরেন্দ্রপুরে ছেলে ও বৌমা কীর্তি

দুরন্তবার্তা,জয়নগরঃএবার সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে মাকে মারধর করে রাতেও বেলায় বাড়ি থেকে বের করে দিল তার নিজের ছেলে ও বৌমা । ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার রামচন্দ্রপুরে। এই ঘটনায় রাহেই নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত মা।তার তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানে গেল, বাকইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা ৬০ বছরের অনিতা দাস। তাঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তিনি নিজের বাড়িতেই থাকতেন। একই বাড়িতেই থাকতেন তার বোলে, বৌমা, নাতি ও নাতনি। সম্প্রতি সম্পত্তি নিজের নামে করিয়ে নেয় ছেলে। তারপর থেকে খাওয়া নাওয়া টিকমত দিত না বলেও অভিযোগ। ব্যাগের মধ্যে গচ্ছিত টাকাও নিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। সোমবার রাতে মাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেয় ছেলে বিশ্বজিত দাস ও বৌমা টুস্পা দাস। এরপরই তাদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশের কাছে মারধর করার অভিযোগ দায়ের করেন বন্ধা।অভিযোগ, তাঁকে মেরে কপাল কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আক্রান্ত বন্ধা রাতেই সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করান।

হাওড়ার নানা অনিয়ম নিয়ে তোপ

কলকাতা, ২৫ জুনঃ হাওড়া পুরসভার প্রশাসক সব দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছেন। কারও সঙ্গে আলোচনা করেন না। কোণ্ড ও কাউন্সিলর না থাকায় বিধায়করা সুবিধা নিচ্ছেগেও সোমবার নাবরে রাজ্যের সব পুরসভাকে নিয়ে ঝেঁকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝেঁকের শুরু থেকেই ত্রি় ফোক ডিগের দিতে শুক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কে, কী সুবিধা নিচ্ছে তা আর বলছি না। আমি হাওড়ার জেলা প্রশাসকের অধীনে এমএলএ-দের নিয়ে একটা কমিটি করতে বলছি।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোণ্ড ও বাজিকে পোষার জন্য আমি এখানে আসিনি। আমি মানুষকে দেখার জন্য এখানে এসেছি। কোন পার্টির কে এমএলএ শোনার দরকার নেই। প্রশাসনকে পরিস্কার জানিয়ে দিচ্ছি।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হাওড়ার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে সরু রাস্তায় লরি দাঁড়িয়ে থাকে। রাজ্য সরকার টাকা দিলেও হাওড়ায় আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনের কাজ হয়নি। হাওড়ায় পদযাত্রা করতে গিয়ে এগুতো আমার নজরে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রথীন চক্রবর্তী যখন যখন চোয়ারমান ছিল হাওড়াটাকে বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছেন। হাওড়ায় কোনও জঙ্গল সাফাইয়ের বিভাগই নেই। রাস্তায় ময়লা পড়ে থাকছে। সেই ময়লা গড়িয়ে রাস্তায় চলে আসছে। হাওড়ায় সরু সরু রাস্তার মধ্যে তিন তলা চার তলা বাড়ি বানোয়নের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষকে প্রাস্যের অনুমতি পেতে গিয়ে হারানি হতে হচ্ছে।

বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

চন্দ্রপুর, ২৫ জুন : বিয়েবাড়ি সেরে চন্দ্রপুর থেকে বুলদানা ফিরছিল যাত্রীবোহাী একটি বাস। বাসে ছিলেন পা-ব-পাত্রী-সহ বয়সাত্রীরা। মাঝপথে সেই বাসে আঁটন। মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে মহারാষ্ট্রের চিখলি রোডের কাছে ।জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোর ৪ টের সময় মহারাষ্ট্রের চিখলি রোডের কাছে হঠাই বাসের ইঞ্জিনে আগুন লাগে। মুহূর্তে তা গোটা বাসে ছড়িয়ে পড়ে।

কাদের আধার বাতিল? হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে বিশদে জানাল কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ভোটের আগে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া সহ একাধিক জেলায় বহু মানুষ আধার কার্ড নিক্ষি়য় হয়ে যাওয়ার অভিযোগ তোলেন। তার ফলে রেশন সহ ব্যঞ্জেের কাজেও তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়। যদিও ইউআইডিএআই বিবৃতি জারি করে জানায় যে কোনও আধার নম্বর বাতিল করা হচ্ছে না। আধার ইস্যুতে রাজ্যে শাসক-বিরোধীদের মধ্যেও জলযোলা কম হয়নি। মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। আর এবার আধার কার্ড কাদের বাতিল হচ্ছে তা নিয়ে হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে জানাল কেন্দ্রীয় সরকার।হলফনামায় কেন্দ্র জানিয়েছে, দেশের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কিছু আধার কার্ড

নিট-দুনীতির অন্যতম সাইবার অপরাধীদের সঙ্গে যোগ সঞ্জীব মুখিয়া চেনেন?

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ নালদা কলেজের নুরসরাই শাখায় কর্মনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে তেঁদের সঞ্জীব মুখিয়ার নাম সেই প্রথম দিন থেকে উঠে আসছে সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা নিট দুনীতির তদন্তে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মার্টারমাহিভ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাকে। গত ৬ মে থেকে সে ‘নির্নোজ’ বিহার পুলিশের অধি়ক দুনীতি দমন শাখা (ইএইউ) সূত্রে

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে উটে চেপে সংসদ অভিমুখে রওনা রাজস্থানের সাংসদের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : মরুভাজ্যের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে মঙ্গলবার রাজধানীর রাস্তায় উটের পিঠ চড়ে সংসদের উদ্দেশে রওনা দেন রাজস্থানের এক সাংসদ। তবে সংসদ ভবনে পৌঁছানোর আগেই তাঁকে উট রেভো নামিয়ে দেয় দিল্লি পুলিশ। এই ঘটনায় বেজায় ক্ষুব্ধ রাজস্থানের বাঁশওয়াড়া কেন্দ্রের সাংসদ

রাজকুমার রোটাক্ষুব্ধ সাংসদ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে তর্ক শুরু করেন। তবে তাকে খুব বিশেষ কাজ হয়নি। পুলিশের তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, সংসদ ভবন চত্বরে কোনও পশু নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। রাজস্থানের তাদের কাছে থেকে কিছু সিম কার্ড এবং ব্যাঙ্ক চেক উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ

আরও অস্বস্তিতে প্রজ্জ্বল রেভান্না, দায়ের যৌন হেনস্থার নতুন মামলা



এই মামলা দায়ের হয়েছে। জানা

ভিলেজ সিভিক ভলান্টিয়ারদের দৈনিক মজুরি বেড়ে গেল,মাসে মিলবে আরও বেশি! বড় ঘোষণা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের



দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ভিলেজ সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য সুখবর। দলটি বছরের বাজেটে ঘোষণা মফিক তাদের বেতন বাড়াল রাস্তা। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভিলেজ সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাসিক বেতনের টাকা বাড়ানোর বিষয়েও জানিয়েছে নবান্নশহরে এবং গ্রামে এখন সিভিক ভলান্টিয়াররা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আর জেলা সফরে গিয়ে তা দেখতে পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য বাজেটে সিভিক প্রশাসন এবং ভিলেজ পুলিশ কর্মীদের বেতন বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। এবার থেকে তাদের বেতন ১০০০ টাকা করে বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে মূল বেতনও খানিকটা বেড়ে যাবে। বর্জটে ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রমা ভট্টাচার্য। সেই ঘোষণাই এবার বাস্তবায়িত হল। ভিলেজ সিভিক ভলান্টিয়ারদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে দিল রাজ্য সরকার। বর্ধা আসার আগে এটা তাঁদের কাছে সুখবরগত সোমবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়ে আছে, ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়ারদের দৈনিক মজুরি ৩৪

টাকা করে বাড়ানো হচ্ছে। মাসে তাদের বেতন বাছে এক হাজার টাকা। ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়াররা এতদিন দৈনিক ৩৪৪ টাকা করে তাতা পেতেন। সেই তাহাই বেড়ে এবার ৩৭৮ টাকা করা হচ্ছে। এই দৈনিক ভাতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সঞ্চয় শুরু করতে পারবেন ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়াররা। সক্রান্ত পরিশ্রম করেন। আর জেলা সফরে গিয়ে তা দেখতে পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য বাজেটে সিভিক প্রশাসন এবং ভিলেজ পুলিশ কর্মীদের বেতন বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। এবার থেকে তাদের বেতন ১০০০ টাকা করে বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে মূল বেতনও খানিকটা বেড়ে যাবে। বর্জটে ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রমা ভট্টাচার্য। সেই ঘোষণাই এবার বাস্তবায়িত হল। ভিলেজ সিভিক ভলান্টিয়ারদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে দিল রাজ্য সরকার। বর্ধা আসার আগে এটা তাঁদের কাছে সুখবরগত সোমবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়ে আছে, ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়ারদের দৈনিক মজুরি ৩৪

কেতুগ্রামে দলবেঁধে কয়েকশো বন্যপ্রানী শিকার প্রেফতার ৩০

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, গুসকরঃ কেতুগ্রামে দলবেঁধে রীতিমতো একাধিক গোপটি নিয়ে ঘুরে ঘুরে চলছিল নান্যপ্রাণী ও পাখি শিকার। বিভিন্ন ধরনের পাখি, গোসাপ, বেজি, কাঠবিড়ালি, খটশ, বনবিড়াল কিছুই বাদ যায়নি। প্রায়ের পর এক হলুতালি হাঙ্গার।

চার ৪০ জনের শিকারি দল ভাগ হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোপন্যড়ে ঘুরে ঘুরে এভাবেই বন্যপ্রাণী,পাখি ইত্যাদি হত্যা করেই চলেছিল। কয়েকশো বন্যপ্রানী শিকার দেখে গ্রামের মানুষ শিউরে উঠে।পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে একটা জেঙ্গোসেরী সংস্থার সহযোগিতায় ওই শিকারি দলটিকে ধরল কলক বন্দকধর। আটক করা হয় ৩৮ জনকে। পরে তাদের মধ্যে

৩০ জনকে প্রেণ্ডার করা হয় উদ্ধার করা হয়েছে শতাধিক পশুপাখির দেহ। কয়েকটি জীবিতবস্থায় আটক করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে দুটি মোটরচালিত ভ্যান। গত শনিবার প্রেণ্ডারের পর রবিবার কাটোয়া আদালতে তোলা হলে ধৃতদের শর্ত সাপেক্ষে জানামি মঞ্জুর করেন বিচারক। জানা গিয়েছে কেতুগ্রামের কুমোরপুর গ্রামের কাছে বেশকয়েক জনকে ক য়েকটি বন্যপ্রাণীর মৃতদেহ মোটরচালিত ভ্যানে চাপাতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, কেতুগ্রামের কুমোরপুর এলাকায় কয়েকজন যুবক একটি ‘হিলা’ নামে পরিবেশপ্রেমী সংঘার সঙ্গে যুক্ত। তাঁরাই প্রথম দেখেন। দেখার পরেই তারা ওই মোটরভ্যান দুটি আটক

করেন। সংস্থার এক কর্মকর্তা বলেন, এরপর দেখি দুই তিনটি গাড়িতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পাখির দেহ, গোসাপ, বেজি, কাঠবিড়ালি, বনবিড়াল থেকে নানান বন্যপ্রাণির দেহ। কিছু জীবিত ছিল। সবমিলিয়ে কয়েকশো পশুপাখি শিকার করা হয়েছে।দেখার পরেই আমরা বনবিভাগে জানাই।জানা গিয়েছে স্থানীয়রাই প্রথমে এই গাড়িগুলি ও শিকারীদের আটক করেন। তারপর কেতুগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ৩৮ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আটক করা শিকারিদের অধিকাংশই বীরভূম জেলার বাসিন্দা। তারা সঙ্গে করে শিকার

যারা আধার কার্ড বানিয়ে দেশে রয়ে গিয়েছে তাদের খোঁজার কাজ চালাচ্ছে দেশের গোয়েন্দা বিভাগ।অভিযোগ, বহু মানুষের আধার কার্ড নিক্ষি়য় হয়ে যাচ্ছে। যা নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল জয়েন্ট ফোরাম এগেইনস্ট এনআরসি নামে এক টি সংগঠন। আদালতে সংগঠনের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর আধার কার্ড অচল করে দেওয়া হচ্ছে। তাদের অভিযোগ, বিভ্রান্তি ছানো হচ্ছে। মন্ত্রালয় থেকে বলা হচ্ছে এটা নিক্ষি়য় নয়, আসলে কোনও ‘ হওয়ার কারণে এমন হচ্ছে। মামলাকারীর আর্জি, যাদের কার্ড নিক্ষি়য় হয়েছে তাদের অবিলম্বে বিয়টি জ্ঞানানো হোক।

কলেজের কর্মী। অভিযোগ, নিট পরীক্ষার এক দিন আগে পেনা এবং রচিতে লার্ন প্লে স্কুল অ্যান্ড ময়েজ হস্টলে এনার রাজস্থারি পড়ুয়াদের নিয়ে আসেন সঞ্জীব। ওই লার্ন প্লে স্কুল অ্যান্ড ময়েজ হস্টলে আগে থেকেই পরীক্ষাার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন সঞ্জীব। সেখানেই তাঁদের প্রশ্ন এবং উত্তরপত্র বিলি করা হয় লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে।শুধু সঞ্জীব নন, প্রশ্নফাঁসকাণ্ডে নাম উঠে

তি নি। মঙ্গলবার সকালে দিল্লিবাসী দেখেন রাজধানীর বাস্ত রাস্তায় সুসজ্জিত উটের পিঠে সওয়ার এক ব্যক্তি। ব্যস্ত রাস্তায় এতেনে উট-বাত্রার হেরে তৈরি হয় যানজট। বিষয়টি নজরে পায় সঙ্গে সঙ্গেই তৎপর হয় দিল্লি পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে উট থামিয়ে নামানো হয় সাংসদকে।

মামলা রয়েছে। এরসঙ্গে ধর্ষণের মামলাও রয়েছে। তার নিজের দল জেডিএস ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করেছে প্রজ্জল রেভান্নাকে। খবর সূত্র থেকে জানা গেছে। সেই জেফে আবার ৮ জুলাই পর্যন্ত জেল কয়েজতের নির্দেশে থাকতে হবে বলে জানান আদালত সূত্রের খবর ।



একটা বড় যুদ্ধের দৃশ্য রয়েছে । যা ট্রোলরেও কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে । সূত্রের খবর, মাইথোলজিক্যাল সাইন্স ফিশন ছবিতে বড়পর্যায় প্রভাস ও অমিতাভের মুখোমুখি লড়াই দর্শকদের বিনোদনের অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবে ।অবএরপর অভিনেতা কমল হাসানও এক সিক্রেট সামনে আনেন । তিনি বলেন,আসলে এই ছবিতে কতগুলো ক্যামেরা ব্যবহার হয়েছে বা কতজন কাজ করেছেন বড় বিষয় নয় । আসলে ছবির মূল ইউএপিবি যদি কিছু হয়ে থাকে তা হল সেটে শান্ত পরিবেশ । আসলে কোলাহল মানুষের মধ্যে থাকা উচিত আর থিয়োগের । কিন্তু সেটে কাজের মনোযোগের জন্য শান্ত পরিবেশ খুবই দরকার । এখানে সেটাই হয়েছে, যা অন্যান্য সেটে কখনও দেখিনি । এখানে কাজের সময় প্রত্যেকেই কথা বলেছেন কিন্তু ডিসপ্লিন ম্যানারে । একমাত্র পরিচালক নাগ অশ্বিনের গলার স্বর জেরে ছিল, যা সকলে শুনতেন ।২৭ জুন বিশ্বযাত্রী মুক্তি পেতে চলেছে ‘কম্বি ২৮৯৮ এডি’ । জানা গিয়েছে, নির্মাতারা ছবির ডিজিটক্যাল থিমে বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সামনে আনেন গভবার গ্রীকস্কের জন্মভূমি মথুরাতে ।

অযোধ্যার রাম মন্দিরের ছাদ বেয়ে জল পড়ছে, বিঘ্ন রামলালার পুজোয়! বেহাল দশায় রামমন্দির বন্ধ হওয়ার জোগাড়



দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রথম বর্ষাতেই ছাদ টুইয়ে জল পড়ছে রামলালার গর্ভগৃহে। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে টর্চ লেঙ্গে করতে হচ্ছে রামের আরতি। এমন বেহাল অবস্থায় রক্ত কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে রামমন্দিরের দরজা। রামলালার মন্দিরের বেহাল দশায় এমনই হাঁশিয়ারি দিলেন ক্ষুব্ধ প্রধান পুরোহিত। গত ২২ জানুয়ারি মহা ধুমধাম করে রাম মন্দিরের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তখনই বিরোধীদের একাধক অভিযোগ করেছিল, ভোটের স্বার্থে অসম্পূর্ণ মন্দিরের উদ্বোধন করা হচ্ছে। দেশের চারজন শঙ্করার্চার্য আবার শাস্ত্র ঘেটে নিদান দিয়েছিলেন, এই অবস্থায় মন্দির উদ্বোধন বিধি বিরুদ্ধ। তাঁরা উদ্বোধন অনুষ্ঠান বয়কট করেন।প্রসঙ্গত, মন্দির নির্মাণের সময়ও লাগোয়া সর্বযু নদীর জলে পিলার নির্মাণের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তখন প্রশ্ন উঠেছিল মন্দিরের ভার বহন করার মতো অযোধ্যার মাটি উপযুক্ত কিনা। বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের ডেকে সেই সমস্যার সমাধান করা হয়। এখন দেখা দিয়েছে নতুন বিপত্তি।গত কয়েকদিন অযোধ্যায় সামান্য বৃষ্টি হয়েছে। তাতেই মন্দিরের ছাদ টুইয়ে আসা বৃষ্টির জলে মেঝেতে জমে যায়। বিঘ্ন ঘটে পুজোয়। রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্রনাথ মিশ্র অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, সমস্যা মিটে যাবে। তাঁর বক্তব্য, মন্দিরের একটি মাত্র তল এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় তল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বাকি দুটি তলের কথা বিচেনারা রেখেই একতলার ছাদের কিছুটা অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছিল। সেখান থেকেই জল পড়েছে। এ নিয়ে চিঁচরি শুরু নেই। সমস্যা মিটে যাবে। অন্যদিকে, প্রধান পুরোহিতের বক্তব্য, খাস গর্ভগৃহ অর্থাৎ যেখানে রামলালা বিরাজমান বা নতুন রাম মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেই ঘরের মেঝে ডুবে গিয়েছে। প্রধান পুরোহিতের বসার জায়গাও জন্দের তলায়। এমনকী ভিডিআইপি দর্শনাধীদের দেবতা দর্শন স্থানটিরও একই দশা। তাঁর বক্তব্য, ভাল করে খতিয়ে দেখা দরকার মন্দিরের নকশায় কোনও গোলমাল আছে কি না। নৃপেন্দ্রনাথ মিশ্র অবশ্য সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন।

ট্রেনের সংরক্ষিত কামরায় বহিরাগত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, অভিযোগ হাওড়া জিআরপি’তে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জুন : বিহারের কুদরায় ট্রেনের সংরক্ষিত কামরায় বহিরাগত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, আহত একাধিক যাত্রী। আতঙ্কিত যাত্রীরা অভিযোগ জানানো হাওড়া জিআরপি’তে। হাওড়াগামী ভাউন দুন এক্সপ্রেসে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে হামলা চালালে অভিযোগ উঠলো। সোমবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে বিহারের কুদরা স্টেশনে। হাওড়াগামী ভাউন দুন এক্সপ্রেসে বহিরাগত কিছু যুবক ওই হামলা চালায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, সংরক্ষিত কামরায় ওটা এক বহিরাগত যাত্রীকে সিটে বসতে বাগন করার ভিত্তিই সংরক্ষিত ভিতরে যাত্রীদের দেখে নেওয়ার বিরাজ্ঞা নেন। পরের স্টেশনে ট্রেন ঢুকলে বহিরাগদের ডেকে আনেন তিনি। কুদরা স্টেশনে একদল বহিরাগত যুবক জোর করে ট্রেনের ওই সংরক্ষিত কামরায় উঠে যাত্রীদের উপর হামলা চালায়। মারধর করে ২ যাত্রীর মাথা ফাটিয়ে দেয়। পাশের সিটে মায়ের কোলে থাকা এক সন্তোজাত শিশু আহত হয় বলে অভিযোগ। বহিরাগত প্রায় শ’খানেক যুবক ট্রেনের ওই বগিতে যাত্রীদের মারধরের পাশাপাশি কামরাতেও ভাঙচুর করে। বাঙালি পর্যটক ৭ জনের একটি দল বহিরাগতদের হাতে আক্রান্ত হয়। তাদের দু’জনের মাথা ফেটে যায়। দুটি মোবাইল ফোন, ঘড়ি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এরপর রেল পুলিশ এসে কয়েকজন হামলাকারীকে আটক করে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে। এদিকে, সংরক্ষিত কামরায় এই ধরনের হামলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রেলের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বহিরাগত যুবকরা লাঠি, বেল্ট দিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ যাত্রীদের। আক্রান্ত বনগার কয়েকজন যাত্রী হাওড়ায় এসে রেল পুলিশ থানায় অভিযোগ জানান। এই হামলার ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কে ওঠে ট্রেন যাত্রীরা। এই ঘটনা প্রসঙ্গে এক ট্রেন যাত্রী বলেন, ১৩০১৩ ভাউন দুন এক্সপ্রেসে যাত্রীসঙ্গে থেকে হাওড়ার দিকে আসছিলাম। আমরা রিজার্ভেশন সিটে একজনকে বসতে দিইনি। এই কারণে বিহারের কুদরা স্টেশনে বহিরাগতদের ডেকে আমাদের আক্রমণ করে। আমাদের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। ট্রেনের কাঁচ ভেঙে দেয়। ট্রেনের জানালা ভেঙে দিয়েছে। যাত্রীদের মধ্যে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। দুটো মোবাইল ফোন চুরি করে নেয় ওরা। আমার প্যাণ্ট, জামা ছিঁড়ে দিয়েছে। আমাদের প্রচন্ড মারধর করেছে। জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। এই বায়েলার মধ্যে পড়লে একজন মাইলা এবং তার মা দুয়েরকে শিশু সন্তান জখম হয়। অপর এক ট্রেন যাত্রী বলেন, আমার স্ত্রী জখম হয়েছেন। পরিবার নিয়ে ট্রেনে যাওয়া আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিসে আমরা যাতায়াত করব সেটা আমাদের একটি সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় আমার সন্তানও জখম হয়েছে। কেউ সুরক্ষিত নয়। বিহারের কুদরায় রাত প্রায় সাড়ে ৮টা নাগাদ আমাদের ওপর প্রায় ১০০ জনের মতো এসে আক্রমণ করে। একটি রিজার্ভ সিটে একজন বসেন। তাঁকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি শোনেনি। তারপর হঠাই তিনি খুনের হুমকি দিতে থাকেন। তারপর থেকেই তিনি ফোন করতে থাকেন। এরপর ট্রেন কুদরা স্টেশনে এলে সেখানে প্রায় ১০০ জন এসে আমাদের উপর হামলা করে। এই ঘটনার সময় বারে বারে আরপিএফ এর টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করলেও তা ক্যানসেল করে দেওয়া হয়। আমাদের উচর আক্রমণ হওয়ার প্রায় ১০ মিনিট পর পুলিশ এসে সাময়িকভাবে পরিস্থিতি শান্ত করে। ওই সময় দু’জনকে আমরা ধরেছিলাম। পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। রেলের নিরাপত্তার অচল রয়েছে। আমরা সাময়িক গিয়েছিলাম তার মধ্যে দু’জনের মাথা কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো ফোন চুরি হয়েছে, একটা ঘড়ি চুরি গেছে। একজনের হাত লেগেছে। এছাড়াও এক শিশু জখম হয়েছে। রক্ত তরফদার নামের এক যাত্রী বলেন, শ্বাসরোধ থেকে ২৩ তারিখ ট্রেনে উঠেছিলাম। বারাণসী ট্যাকার পর একজন বিহারী লোক আমাদের রিজার্ভেশন সিটে বসার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমরা সেখানে চলে আসতে পারিনি। সেই জন্য তিনি প্রতিটা স্টেশনে ফোন করতে থাকেন। কুদরা স্টেশনে পৌঁছানোর পর প্রায় ১০০ জন বহিরাগত যুবক আমাদের ওপর হামলা চালায়। ট্রেনে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। আমাদের মারধর করে। এই ঘটনার পর পুলিশকে বার বার জানানো হয়েছিল। উপর থেকে জানানো হয় সেখানে পুলিশ যাবে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পুলিশ আসেনি। এই পরিশেষে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলাম। রেলের নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। দুজনকে আটকে রেখেছিলাম। পুলিশ তাদের নিয়ে যায়।

একটা বড় যুদ্ধের দৃশ্য রয়েছে । যা ট্রোলরেও কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে । সূত্রের খবর, মাইথোলজিক্যাল সাইন্স ফিশন ছবিতে বড়পর্যায় প্রভাস ও অমিতাভের মুখোমুখি লড়াই দর্শকদের বিনোদনের অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবে ।অবএরপর অভিনেতা কমল হাসানও এক সিক্রেট সামনে আনেন । তিনি বলেন,আসলে এই ছবিতে কতগুলো ক্যামেরা ব্যবহার হয়েছে বা কতজন কাজ করেছেন বড় বিষয় নয় । আসলে ছবির মূল ইউএপিবি যদি কিছু হয়ে থাকে তা হল সেটে শান্ত পরিবেশ । আসলে কোলাহল মানুষের মধ্যে থাকা উচিত আর থিয়োগের । কিন্তু সেটে কাজের মনোযোগের জন্য শান্ত পরিবেশ খুবই দরকার । এখানে সেটাই হয়েছে, যা অন্যান্য সেটে কখনও দেখিনি । এখানে কাজের সময় প্রত্যেকেই কথা বলেছেন কিন্তু ডিসপ্লিন ম্যানারে । একমাত্র পরিচালক নাগ অশ্বিনের গলার স্বর জেরে ছিল, যা সকলে শুনতেন ।২৭ জুন বিশ্বযাত্রী মুক্তি পেতে চলেছে ‘কম্বি ২৮৯৮ এডি’ । জানা গিয়েছে, নির্মাতারা ছবির ডিজিটক্যাল থিমে বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সামনে আনেন গভবার গ্রীকস্কের জন্মভূমি মথুরাতে ।

মালয়ালি ভাবাবেগ, কেন্দ্রের অনুমোদন মিললেই কেরল হবে ’কেরলম’

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ জুন : কেরল রাজ্যের নাম এবার বদলাতে চলেছে। বাম শাসিত রাজ্য কেরলের নাম বদলে এবার নতুন নাম হতে চলেছে কেরলম। জানা গেছে, কেরল বিধানসভায় এই প্রস্তাব পিলে হয়ছে সর্বসম্মতিক্রমে। এবার কেন্দ্রীয় সরকার ‘ কেরলম ’ অনুমোদন দিলেই পাক্টে যাবে ‘সিপিএমকে নেতৃত্বাধীন শাক জেট এলডিএফের পাশাপাশি কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জেট ইউডিএফের বিধায়কেরাও সোমবার মালয়ালি ভাবাবেগের কথা জানিয়ে নাম বদলের প্রস্তাব সমর্থন করেছেন।উল্লেখ্য, মালয়ালম ভাষায় এই রাজ্যের আসল নাম কেরলম। কিন্তু অন্যান্য ভাষায় এই রাজ্যের নাম কেরল হয়ে গিয়েছে। সংবিধানের প্রথম তফসিলেও এই রাজ্যের নাম লেখা হয় কেরলা। এবার কেন্দ্রীয় সরকার ‘ কেরলম ’অনুমোদন দিলেই পাক্টে যাবে ‘প্রসঙ্গত, এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ‘ পশ্চিমবঙ্গ এবং ‘ ওয়েস্ট বেঙ্গল ’ পাক্টেই এ রাজ্যের নাম ‘ বাংলা করার জন্য বিল পাশ করিয়েছিলেন বিধানসভায়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৬জুন
মার্চঃবুধবার, ১১ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১১ আষাঢ় মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃ৪নাদ, কলিঃ৫১২৬, সৌরঃ১১ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১১ আষাঢ় মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিডিলাঃ১১ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিব্র, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অরপূন(পূজার গত স্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৫০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১২২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃ:সপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ২০১ দং ৩৭৬৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পূনর্বসুক্রণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ ০১ দং ৩৭৬৮৪৫ পর্যন্ত পরে তিথিযোগঃঅতিথগ অমৃতবোধদিগ ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ২০ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৪ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২২ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বোধঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ ৩১ঃ২৫ থেকে - ১১ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত।গ্রন্থফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ২৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদসংক্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ২২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবৃঃ৪০২২২৫ (১) ১ পদবৃঃস্পতিঃ১০২১৪৪২৩৮ (২৫) ২ পদসংক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাঃ১১২২৭৫৩ (৩) ২ পদসংক্রঃ৭২২৭৫৩ (২৬) ৪

আবহাওয়া
বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস(৮৯) সর্বনিম্ন ২৮.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৬০শতকরা। হুইংহয়েছে মঙ্গলবার। জ্যোতিঃ-সর্বল ৯টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৯৯টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাতঃ৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আঙ্কঃ ৫ টা ০১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ৬ টা ২১ মিনিটে।

রাশিফল
মেঘবর্ষাঃ আপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে সুখ লখল করার জিনিস নয় এটি আমাদের ভেতরে থাকে।শুভদিন বৃষভ রাশিঃ আপনার স্বয়ংলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আদার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আদম কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। মিথুন রাশিঃ বিবাহের যোগ। বস্তুান হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে আজকে। কর্কট রাশিঃ অতিরিক্ত খাওয়া উচিত চুলন এবং সুখ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। সিংহ রাশিঃ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারো।শুভদিন। কন্যা রাশিঃ হতাশার মতোভাষা আপনার নাগালে আসতে দেনেন। বাবুস্তার মধ্যে বিনিয়োগ করবেন না- তাতে লোকসান হবেই যদি না আপনি বিনিয়োগ সময় সব দিক লক্ষ্য রাখেন। তুলারাশিঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আর্থিক উন্নতি। বৃশ্চিক রাশিঃ আমাদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারো। শুভ দিন। ধনু রাশিঃ বাইরের কাজকর্ম আপনাকে লাভ দেবে। দুর্গের মত শৈলীতে ভালোবাসা এবং সর্বদা নিরাপত্তার চিন্তা কেবলমাত্র আপনার শারীরিকের পাশাপাশি মানসিক বিকাশ

মঙ্গলে উত্তরে বৃষ্টি, দক্ষিণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুন : দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকলেও তা দেখে বোঝার উপায় নেই। কোথাও কোথাও যদিও বিক্ষিপ্ত হালকা-মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। তবে তাতে তাপমাত্রার কোনও পরিবর্তন হয়নি। উল্টে ভাপসা গুমেট গরমে অস্থির অবস্থা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, মৌসুমী বায়ু এবার গতি পাচ্ছে। যার জেরে চলতি সপ্তাহেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বাড়তে পারে বৃষ্টি। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সবকটি জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার আগে মঙ্গলবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। এদিকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি চলছে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, কালিম্পং, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ফলে সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

সুরস্রষ্টা ভি বালসারা’র ১০২ তম জন্মদিন সাড়শ্বরে পালিত



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুন : যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর অবদান আজও অমলিন। কিংবদন্তী সুরকার ভি বালসারা ’র ১০২ তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। কলকাতার রবীন্দ্রসদনে এই উপলক্ষ্যে সঙ্গীতের জলসারার বসে। ভি বালসারা মেমোরিয়াল কমিটি ও কালকাটা ইউনাইটেড কালচারাল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে তাঁর স্মরণে এই অনুষ্ঠান। বাংলা ও ভারতীয় সঙ্গীতে তাঁর অবদান স্মরণ করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এবং যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীরা। বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক ও শিল্পীর যন্ত্রসঙ্গীতে ভি বালসারা’র অসামান্য অবদান তুলে ধরেন কালকাটা সিনে মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দীপঙ্কর আচার্য, ভাষ্যকার সতীনাথ মুখার্জী, দেবাশিস বোস, সঙ্গীতশিল্পী দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, গিটারবাদক স্বপন সেন এবং ভি বালসারা’ র একটিম্নি ছাত্র ম্যাভেলিন বান্দক নীলোগল চক্রবর্তী সহ বহু বিশিষ্ট। এই বছরে ভি বালসারা মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন সাউন্ড রেকর্ডিস্ট রাজীব মুখার্জী, তবলাবাদক প্রীতময় গোস্বামী, বাঁশীবাদক মানব মুখার্জি, রাগা মিউজিকের কর্ণধার প্রেম গুপ্তা ও সঙ্গীত শিল্পী ব্রজতোষ চট্টোপাধ্যায় কে বিশেষ সম্মান জানানো হয়েছে। এই স্মরণ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা মহেশ গুপ্তা বলেন, প্রতিবছর এই দিনে মহান শিল্পীর জন্মদিন পালন করেন। মূল উদ্দেশ্য- নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি যন্ত্রসঙ্গীতে ভি বালসারা’র আজীবনের অবদান তুলে ধরা।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিলো প্রশাসন জয়নগরে

দূরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৫ জুন : কলকাতা হাইকোর্টের জয়নগর মেনে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিলো প্রশাসন জয়নগরে।২০১৮ সালে জয়নগর মঞ্জিলপুর পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের উত্তরপাড়ার বাসিন্দা অভিজিৎ সরকার কলকাতা হাইকোর্টে পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের ভোম পাড়ায় আলম লঙ্কর নামে এক ব্যক্তির বেআইনি নির্মাণ কাজ নিয়ে জনস্বার্থে মামলা দায়ের করেন। তিনি মামলায় উল্লেখ করেন আলম লঙ্কর নামে এক ব্যক্তি সরকারি জলনিকাক্ষী নালার ওপর বেআইনি নির্মাণ কাজ করায় জল পথ বন্ধ হয়ে গেছে,জলাশয় পরিস্কার করার জায়গা পর্যন্ত নেই। তার অবিলম্বে এই বেআইনি নির্মাণ কাজ ভেঙে জলনিকাক্ষী নালার জলপথ বের করার আবেদন জানায়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই মামলা চলার পর অবশেষে গত সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এই বেআইনি নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়ার পক্ষে রায় দেয়। আর তার পরেই মঙ্গলবার দুপুরে জয়নগর ১ নং

ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশনের ডি-ওয়াল নির্মাণের কাজ চলছে

কলকাতা, ২৫ জুন : কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইনের ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ নির্বিঘ্নে চলছে। এই বেগুনি লাইনের জোকা-মাজেরহাট প্রসারিত ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছানোর জন্য এটিকে আরও প্রসারিত করার প্রচেষ্টা চলছে। এই করিডোরের মৌমিনপুর (বাহাই) থেকে এসপ্লানেডে প্রসারণের কাজ সেদিকেই চলছে। এই স্ট্রেচ নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই মেনোসকে গ্যার্ক অর্ডার জারি করা হয়েছে। গত জুলাইয়ে লারসেন অ্যান্ড টুরো। এই প্রসারিত চারটি স্টেশনের মধ্যে (খিদারপুর, ভিক্টোরিয়া, পার্ক স্ট্রিট এবং এসপ্লানেডে) ভূগর্ভস্থ ভিক্টোরিয়া স্টেশনের নির্মাণ কাজ নির্বাহকর্ষী সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) দ্বারা নেওয়া হয়েছে। এই স্টেশনটি ৩২৫-মিটার দীর্ঘ হবে এবং এর প্ল্যাটফর্ম স্তরটি পৃষ্ঠ থেকে ১৪.৭-মিটার গভীরতায় থাকবে। এই ভূগর্ভস্থ স্টেশন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় এলাকার ব্যারিকেড করা এবং অনান্য প্রগুতিমূলক কাজ এখন সম্পূর্ণ। প্রথমে, ডায়াল্গম ওয়াল (ডি-ওয়াল) তৈরি করা হচ্ছে এবং তারপর কাট এবং কভার টপ-ডাউন পদ্ধতি অনুসরণ করে স্টেশন স্ট্রাংগ বৈরেকা হবে। ইতিমধ্যে ১১৫ মিটার ডায়াল্গম দেয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে, মোট ৭০৯ মিটার ডায়াল্গম দেয়াল নির্মাণ করা হবে। স্টেশন সাইটে কিছু ঘেরা গাছ এই স্টেশনের নির্মাণ কাজে লঙ্ঘন করছে। সমস্ত নির্ধারিত নিয়ম মেনে সেই গাছগুলিকে কাছাকাছি এলাকায় প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই ২০.০৬.২০২৪ তারিখে এই গাছগুলির প্রতিস্থাপনকে চ্যালেঞ্জ করে একটি আবেদন খারিজ করেছে। এই স্টেশনটি নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে কামারভাঙ্গা রেলওয়ের জমিতে ২২টি গাছ রোদান করা হয়েছে। এটি এই স্টেশন নির্মাণের প্রতি লঙ্ঘন সাফ করেছে। স্টেশন নির্মাণের সময়, উপরর কম্পনের মাত্রা এবং নিকটবর্তী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের জন্যও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে।

নিউ মার্কেটের চ্যাপলিন স্কোয়ারের পাশে ঐতিহ্য মেনেই রং পুরসভার নতুন ভবনের!

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ হেরিটেজ এলাকায়, তাই নিউ মার্কেটের চ্যাপলিন স্কোয়ারের পাশে কলকাতা পুরসভার নতুন বাড়ির রং নীল-সাদা হলো না। তবে নতুন ভবনে ঢোকান মুখে যে লোহার রেলিং এবং গেট রয়েছে, তার রং নীল-সাদা করা হয়েছে। নতুন বাড়িটির বাকিটায় অন্য হেরিটেজ ভবনের মতোই লালচে রং আর হলুদ বর্ডার। পুরোনো চ্যাপলিন সিনেমা হল ভেঙে পুরসভার নতুন ভবনটি তৈরি হয়েছে। চারতলা বাড়িটির নির্মাণের অধিকাংশ কাজই শেষ হয়েছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই পুরসভার একাধিক বিভাগ স্থানান্তরিত হবে এই নতুন ভবনে। পুরসভার হেরিটেজ বিভাগের একাধিক আধিকারিক জানান, শহরের ঐতিহ্যপূর্ণ এলাকা হগ মার্কেটে নতুন ভবনটি হওয়ায় রাজ্যের অন্য অনেক সরকারি ভবনের মতো নীল-সাদা রং করা যায়নি। তাঁদের বক্তব্য, বাড়িটি নতুন হলেও হেরিটেজ আইন অনুযায়ী হেরিটেজ এলাকার মধ্যে পড়ায় এই বাড়ির রং অন্য কিছু করা যায়নি।শহরহিটেজ বিভাগের মেয়র পারিষদ স্বপন সমদ্দার বলেন, ‘ আইন অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। ফলে পুরসভার নতুন বাড়ির রং ঐতিহ্যশালী ভবনের আইন মেনেই করতে হচ্ছে।’ পুরসভার কর্মীদের একাংশও অবশ্য মনে করেছিলেন, নতুন ভবনের রং সাদা-নীল হবে। কিন্তু তা হয়নি। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে কাউন্সিলার বিষ্ণুরূপ দে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কলকাতায় বরো ভিত্তিক হেরিটেজ ভবনের তালিকা তৈরি করা হোক। সেই তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক। শহরের বাসিগদাদের মধ্যে হেরিটেজ নিয়ে আগ্রহ বাড়াতো পুরসভাকে একটি

উত্তরপাড়ায় জানালার গ্রিল কেটে লুটপাট

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়েছিলেন মহিলা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেয়ে। গরমের মধ্যে হালকা এসিও চলছিল। কিন্তু সেই ফাঁকেই ঘটে গেল অঘটন। জানালার গ্রিল কেটে ভিতরে ঢুকল একদল চোর। নিয়ে গেল সব লুটপাট করে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপাার ভঙ্গকালী শিমুলতলা এলাকায়। জানা গিয়েছে, জিটি রোডের উপরের একটি আবাসনে দোতলখা থাকেন রানু মুখোপাধ্যায়। তিনি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একটি ঘরে ওই ঘরের দরজা বুলতে গেলে তা আটকে যায়। দেখেন ভিতর থেকে



গ্রিল কেটে ভিতরে ঢোকে চোর। রানু দেবী ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে ওই ঘরের দরজা বুলতে গেলে তা আটকে যায়। দেখেন ভিতর থেকে

ভাঙা, সবকিছু ছ্যানো ছিটানো। প্রায় লক্ষাধিক টাকার চুরি হয়েছে বলে দাবি। এই ঘটনায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন বাসিগদারা। আবাসনের বাসিগদা অরূপ মুখোপাধ্যায় বলেন, বাসিগদারা যদি রাতে নিশিতে ঘুমোতে না পারেন, আতঙ্কের মধ্যে থাকে সেটা লজ্জার। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ যেন যথাযথ ব্যবস্থা নেয়। উল্লেখ্য, দু’দিন আগে উত্তরপাা জে কে স্ট্রিটে একাধিক দোকানের সামনের সিসি ক্যামেরা চুরির ঘটনা ঘটে। অস উদ্দেশ্যে রাস্তার সিসি ক্যামেরা চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ।পুলিশ তার তদন্তও শুরু করেছে।

সরকারির জমির দাগ নান্দার ও খতিয়ান নান্দার জালিয়াতি করে জমি আত্মস্বাদের অভিযোগ

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জুন : সরকারির জমির দাগ নান্দার ও খতিয়ান নান্দার জালিয়াতি করে জমি আত্মস্বাদের অভিযোগ একটি বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে। আর এই জমিকে ওই সংস্থাকে পেতে সাহায্য করলেন খোদ বি এল আর ও । হাওড়ার লিলুয়া মিরপাড়ার ঘটনায় উঠে এলো সরকারি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের বিরুদ্ধে। অভিযোগ লিলুয়া মিরপাড়া এলাকায় প্রায় ৫ কাঠা সরকারি জমি দখল করে, রাতের অন্ধকারের নিজেদের নাম গুট লাগিয়ে জমি ভরাট করার কাজ শুরু করেছে। দিনের বেলায় জমি ভোরেরটের কাজের জন্য স্থানীয় একটি অঙ্গনগোষ্ঠি স্কুল বন্ধের মুখে। গাড়ির দাপটে কার্যত আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন।

মুড়ি গঙ্গার সেতু তৈরিতে কুড়ি কোটি টাকা খরচ হবে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুন : গঙ্গাসাগরের মুড়ি গঙ্গার উপরে সেতু তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে বর্তমান বাজার মূল্য ক্ষতিপূরণ দিতে রাজ্য সরকারের প্রায় কুড়ি কোটি টাকা খরচ হবে। এই সেতুটি নির্মাণ করতে কাকদ্বীপ ৮ নম্বর হল ও সাগরের কচুবেড়িয়াসহ যে ১২ একর জমির প্রয়োজন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে সেড হাজার কোটি আধিকারিকরা তা পরিদর্শন করে এই পরিমাণ

টাকার কথা উল্লেখ করে জেলা প্রশাসনকে রিপোর্ট পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সাগরের দিকে চার একর জমির জন্য ১০ কোটি এবং কাকদ্বীপের দিকে সাত দশমিক ৫৬ একর জমির জন্য নয় কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য চার দশমিক ৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু তৈরি করতে সেড হাজার কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে।

হাওড়া-বালিগঞ্জ রুটে অফিস টাইমে লেডিস স্পেশাল বাস চালু

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জুন : মঙ্গলবার ২৫ জুন থেকে হাওড়া-বালিগঞ্জ রুটে অফিস টাইমে লেডিস স্পেশাল বাস চালু হলো। এই লেডিস স্পেশাল বাস চালু হওয়ায় মুশি মহিলা যাত্রীরা। মূলত অফিস টাইমে ভীড় বাসে যেতে মহিলাদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। লেডিস স্পেশাল বাস চালু হওয়ায় মহিলা যাত্রীদের অনেক সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন এই বাসের উদ্বোধন করলে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাংশি চক্রবর্তী। এদিন মহিলা স্পেশাল বাসের কন্ডাক্টর মীরা যাদব বলেন, মহিলা স্পেশাল বাসে ডিউটি করছি। খুব ভালো লাগছে। এটা হয়ে খুব ভালো হয়েছে। আরেক যাত্রী বুল্লা রায়চৌধুরী বলেন, খুব ভালো লাগছে। এই মহিলা স্পেশাল বাসটি চালু হয়ে মহিলাদের খুব উপকার হয়েছে। জেনারেল বাসে বেশি ভীড় হয়। এই বাসটি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। এই বাসটি মহিলাদের জন্য সুবিধাজনক। এই বাসের সংখ্যা বাড়ালে ভালো হয়। মহিলা বাসের কন্ডাক্টর শশপা দাস বলেন, এই বাসটি মহিলাদের জন্য খুব সুবিধা হবে। পুরুষরা উঠলে টিকিট কাটতে অসুবিধা হয়। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য বাসটি হওয়ায় কন্ডাক্টরের পাশাপাশি যাত্রীদের সুবিধে হবে। এদিন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাংশি চক্রবর্তী বলেন, আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে একটি বাসই দেওয়া হলো। যাত্রী সংখ্যা বাড়লে ভবিষ্যতে বাসের সংখ্যাও বাড়ানো হবে। অফিস টাইমে যে রুট ধরে বাসটি যাবে বিকলে অফিস ছুটির টাইমে ওই রুট ধরেই বাসটি বালিগঞ্জ থেকে হাওড়ায় ফিরবে। এই লেডিস স্পেশাল বাসটি পরীক্ষামূলক ভাবে হাওড়া স্টেশন থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত এদিন থেকে চালু হবে। বাসটি পার্ক স্ট্রিট, এলগিন রোড, হাজরা, রাসবিহারী হয়ে বালিগঞ্জে পৌঁছবে। হাওড়া থেকে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ন’টায় গাড়িটি ছাড়বে। অফিস ছুটির সময় সাড়ে পাঁচটা থেকে একই রুটে হাওড়ায় পৌঁছবে এই বাসটি। এটা মূলত মহিলাদের জন্যই বাস। বাসের চালক পুরুষ হলেও কন্ডাক্টর মহিলা। মহিলাদের জন্যই এই বাসটি চালু করা হলো। এর মধ্যে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে গাড়ির সংখ্যা বাড়ানো হবে। অফিদ্দিন আগে বাসগুলিকে রং করা হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। কিন্তু যারা এই গাড়িতে চড়বেন তাদেরও লক্ষ্য রাখতে হবে গাড়িটি যাতে পরিষ্কার থাকে। এই জায়গাটি পরিবহন দপ্তরের নয়। আমরা এখানে টিকিট কাউন্টার সহ যে জায়গা পরিবহন দফতর ব্যবহার করে সেই জায়গাটি কিছুদিনের মধ্যেই পুনঃসংস্কার করা হবে। এর পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছে।

নিখোঁজ ছেলে উদ্ধার

দূরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৫ জুন : প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার সন্ধ্যা বা রাতে বাড়ি ফিরে আসে বাবার একমাত্র ছেলে। সোমবার বাড়ি থেকে ভোরবেলা বেরিয়ে ভুল পথে নব বারাকপুরে চলে যায়। থানার পুলিশ ছেলেটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। যোলা থানা থেকে ছেলেটির বাবার কাছে ফোন যায় আপনার ছেলেকে নব বারাকপুরে পাওয়া গিয়েছে। বাবা তড়িঘড়ি করে নব বারাকপুর থানার পুলিশ এর সাথে যোগাযোগ করে। সোমবার বিকেলে থানার পুলিশ তার বাবার হাতে ছেলেকে তুলে দেন।পুলিশ জানিয়েছে মানসিক ভারসাম্য হীন ছেলে স্রি নাম শুভাশীষ চক্রবর্তী (৩২)।কিছু করে না। প্রতিদিন বাবার কাছ থেকে ৩০ টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এদিক এদিক সারাদিন ঘোরাঘুরি করে আবার সন্ধ্যা বা রাতে বাড়ি ফিরে আসে।

বিদ্যুতের ছোবলে মৃত এক বন্যহাতি

দূরন্ত বার্তা, অমরপুর, ২৫ জুন : বিদ্যুতের ছোবলে অস্বাভাবিকভাবে একটি বন্যহাতি মারা যাওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাটি প্রকাশ্যে এলো অমরপুর বীরগঞ্জ থানারীন অমরপুর উদ্যপুুর সড়কের গান্ধারী এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে, ঘটনাস্থলে ছুটি আসেন অমরপুর বনবিভাগের কর্মীসহ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী জানা গিয়েছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে হতেটি মারা গিয়েছে। এমনটাই জানান এক বন অধিকার।

সারা বছর জলের নিচেই বসবাস আন্দুল গ্রাম পঞ্চায়েতের আরগোরের মানুষজনদের

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জুন :দেদার বহুতল খরচে বাঁশের সেতু। বিগত পঞ্চায়েত বোর্ড আর কারখানার অনুমতির ফলে সারা বছর এই সমস্যা তৈরী করে দিয়ে গেছে, যার যন্ত্রনা জলের নিচেই বসবাস আন্দুল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুগতে হচ্ছে বর্তমান পঞ্চায়েত বোর্ডকে, আরগোরের মানুষজনদের। আর এই দুর্ভোগ চলে পঞ্চায়েত দেদার বহুতল ও কারখানার অনুমতি দিয়ে চলছে। জলাশয় ব্রিধিয়ে হচ্ছে একের কোনো উপকার। সমস্যার সমাধানে প্রায় পর এক কারখানা ও বহুতল, যার জেরে জল দিনই দফায় দফায় বিক্ষোভ ছড়ায় পঞ্চায়েত নিকশি ব্যবস্থা কার্যত তেঙে পড়েছে গোটা দপ্তরে। বিক্ষোভে ফলে মেলে আশ্বাস, এলাকা। আন্দুল আরগরীর খেলার মাঠ আজ যেন পুকুরে পরিণত। এখানে খেলাধুলা তো দুব্বের করতে হয় এখানকার প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কথা সাধারণ মানুষ যাতায়াত পশ্চন্ত করতে পারে হাজার মানুষকে। জাতীয় সড়ক উঁচু হয়ে না। স্থানীয়দের অভিযোগ এর জেরে বন্ধ হয়েছে যাওয়ায় বেরেছে সমস্যা। বর্ষার আগেই এই একটি অঙ্গনওড়ি স্কুলও। স্কুলের বালক সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীদের আস্তানা হয়েছে এলাকার ক্লাবে। বর্তমান আন্দুল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তবে এলাকার রাস্তাঘাট কার্যত বন্ধ। হাট্টালা করার আশ্বাসেই আর চিরে ভিজছে না এখানকার জন্য সাধারণ মানুষ তৈরি করেছেন নিজেদের বাসিন্দাদের।

CONSECUTIVE INVESTMENTS AND TRADING LIMITED			
Corporate Identification Number: L67120WB1982PLC038452			
Registered Office: 23, Ganesh Chandra Avenue, 3 rd Floor, Kolkata, West Bengal, 700013, India			
Tel: 033-2214457; Website: www.consecutiveinvestment.com; Email ID: info@consecutiveinvestment.com			
Recommendations of the Committee of Independent Directors (ICD) of Consecutive Investments and Trading Limited (Target Company) in relation to the Open Offer (Offer) made Birlot Enterprises Private Limited (Acquirer), to the Public Shareholders of the Target Company (Shareholders) under Regulations 26(f) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto (SEBI (SAST) Regulations).			
Date	Tuesday, June 25, 2024		
Name of the Target Company	Consecutive Investments and Trading Limited		
Details of the Offer pertaining to the Target Company	Open offer being made by the Acquirer for acquisition of up to 20,81,950 Offer Shares, representing 26.00% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company, at a price of Rs.20.00/- per Offer Share, payable in cash, assuming full acceptance aggregating to a maximum consideration of Rs.4,16,39,000.00/- payable in cash.		
Names of the Acquirer and Persons Acting in Concert with the Acquirer	Birlot Enterprises Private Limited. There is no person acting in concert for this Offer.		
Name of the Manager to the Offer	Swaraj Shares and Securities Private Limited		
Members of the Committee of Independent Directors (ICD)	Sr.No.	Name	Designation
	1	Mr. Kanta Borkaria	Chairperson
	2	Mr. Subodh Kumar Jain	Member
ICD Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any	1. All ICD Members are Independent Directors and Non-Executive Directors on the Board of the Target Company. 2. Mr. Subodh Kumar Jain holds 5 Equity Shares representing 0.0001% of the Expanded Voting Shares of the Target Company, whereas Mr. Kanta Borkaria does not hold any Equity Shares of the Target Company. 3. ICD Members have not entered into any other contract or have other relationships with the Target Company.		
Trading in the Equity Shares/other securities of the Target Company by ICD Members	ICD Members have confirmed that they have not traded in the Equity Shares of the Target Company from the date of the Public Announcement till the date of this Recommendations.		
ICD Member's relationship with the Acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any.	None of the ICD Members hold any contract, nor have any direct or indirect relationship with the Acquirer, their promoter, directors, and shareholders, in their personal capacities.		
Trading in the equity shares/other securities of the acquirer by ICD Members	ICD Members have confirmed that they have not traded in the equity shares of the Corporate Acquirer.		
Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair, and reasonable	Based on the review of the Offer Documents issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer, ICD Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI (SAST) Regulations. The shareholders may independently evaluate the Offer, the market performance of the Equity Shares, and take an informed decision in the best of their interests. Further, the Public Shareholders should independently review the Letter of Offer dated Wednesday, June 19, 2024, including the risk factors described therein before taking any decision in relation to this Offer.		
Summary of reasons for the recommendation	ICD Members have taken into consideration and reviewed the following Offer Documents for making the recommendation: a) The Public Announcement dated Wednesday, January 31, 2024 (Public Announcement); b) Detailed Public Statement dated Thursday, February 01, 2024, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Friday, February 02, 2024, in Financial Express (English daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi daily) (All India Edition), Mumbai Laksahawee (Marathi daily) (Mumbai Edition), and Duranto Baras (Bengali daily) Kolkata Edition (Detailed Public Statement); c) Draft Letter of Offer dated Monday, April 05, 2024, filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations (Draft Letter of Offer); d) The Letter of Offer along with Form of Acceptance and Form SH-4 dated Wednesday, June 19, 2024 (Letter of Offer). The offer price is in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations. Based on the review of the aforesaid Offer Documents, the ICD Members are of the view that the Offer Price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI (SAST) Regulations and best interest with the public shareholders.		
Disclosure of Voting Pattern	These recommendations have been unanimously approved by the ICD Members		
Details of Independent Advisors, if any	None		
Any other matter to be highlighted	None		
Terms not defined herein carry the meaning ascribed to them in the Letter of Offer dated Wednesday, June 19, 2024.			
To the best of our knowledge and belief, after making the proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.			
For and on behalf of the Committee of Independent Directors Consecutive Investments and Trading Limited sd/- Mr. Kanta Borkaria Chairperson of the Committee Independent Director (DIN: 09278050)			
Place: Mumbai			
Date: Tuesday, June 25, 2024			

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২০৬ সংখ্যা, বুধবার, ১১ আষাঢ়, ১৪৩১

যুগান্তর পত্রিকার দিনগুলি

কে কে পড়বেন জানি না, তবু এটা পড়ার আহ্বান জানাব বাংলা সাহিত্যে আগ্রহীদের। অন্তত যারা সাত-আটের দশকে বাংলায় লেখালিখি করতেন, তাদের নিজের সময়ের কথা মনে পড়বে। আমার তো খুবই মনোর কথা বলছি। মনে রাখার মত মন খারাপ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য খণ রইল। সমরেশ মন্ডলের লেখা,‘ সত্তর দশকের একজন কবি, পরবর্তীতে অতি বিখ্যাত হয়ে যান; তার একটি চিঠি দেখেছিলাম যুববাপী প্রযোজকের টেবিলে। তিনি লিখেছেন, তাকে যদি মাসে একবার করে রেডিও থেকে ডাকা হয়, তাহলে কলকাতা আসতে পারেন। তার শহরতলীর বাড়ি থেকে।’ তখন অনুষ্ঠান করলে ত্রিশ টাকা পাওয়া যেত। আসলে ওই টাকা পেলে, শহরতলি থেকে এসে কাগজের অফিস ঘেঁটে, বইপাড়ায় দুচার খানা বই কিনে, বাড়ি ফেরা যায়। পরে জেনেছিলাম বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক কবিকে তিনি একগুচ্ছ কবিতা দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতেন। কবিতাগুলো উনি দেখে দিয়ে,কবিতার ছন্দ মিল ঠিক করে নিতে বলতেন অথবা আবার ঠিক করে লিখে পাঠাতে বলতেন। সেক্ষেত্রে রাত জেগে কবিতাগুলো ঠিক করে আবার পরের দিন সকালে উঠেই ট্রেন ধরে; ফিরে আসতেন কাগজের অফিসে। পত্রিকা অফিসের কবি তখন সেই কবিতাগুলো ছাপার জন্য রেখে দিতেন। তাই টাকার প্রয়োজন ছিল খুব বেশী তখন। রেডিওতে কবিতা থেকে কথিকা , পাঁচ মিনিট পড়ে টাকা পাওয়ার সহজ উপায় ছিল। বিবুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছ’খণ্ডে সুলভ সংস্করণ রচনা সমগ্র একশো কুড়ি টাকায় পাওয়া যেত। রাজশেখর বসুর রচনাবলী মাত্র পয়তাল্লিশ টাকায়। তবে এসব ক্ষেত্রে আগে ভাগে করে পাঁচ টাকা পাঠিয়ে বুক করে রাখতে হতো। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া আমান। অণ্ডুলে ফ্রেশ হয়ে,গরম জিলিপি,সিন্দাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। পলাস্কুলী ট্রেনটি গ্রামের উপর দিয়ে যেত। গার্ড ও ড্রাইভারকে একটি তোয়াজ করলে গায়েই থামিয়ে দিত ট্রেন। নুতন বই নিয়ে সকাল সাতটায় নিজের ঘরে চলে আসার ব্যাপারই ছিল স্বর্গীয়। সেদিন কোনো বন্ধু না পেয়ে চলে গেলাম যুগান্তর অফিস। যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছিলেন গৌরাঙ্গদা। গৌরাঙ্গবাবুর সঙ্গে কী করে পরিচয়, বলে; উনি ডাভিডার খুঁজতে লাগলেন। যুগান্তর পত্রিকা এখন কেবল স্মৃতি।

বিশ্বকাপ ফুটবল আইসল্যাণ্ডে

এবছরই সবপ্রথম ফুটবল বিশ্বকাপে পদার্পন ঘটলো আইসল্যান্ডের। এর আগে ২০১৬র ইউরো কাপে প্রথমবার ছাড়পত্র পেয়েই শেষ আটে প্রবেশ করে ফুটবল দুনিয়ায় কমে দেখিয়েছিল আইসল্যান্ড। পর্তুগালের সাথে ডু করেছিল ১-১। রোনাল্ডো বলেছিল এদের খেলার মানসিকতাই নেই। এবারেও তাদের ইতিহাসে প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচেই চমক দিয়েছে মেন্সির নেতৃত্বাধীন আর্জেন্টিনাকে আটকে দিয়ে। সাড়ে তিন লক্ষেরও কম জনসংখ্যার দেশ আইসল্যান্ড। জনসংখ্যার বিচারে মালদা ঘেলোর ইয়েজ বাজার ব্লকের চেয়েও কম। ইউরোপের সবচেয়ে জনবিরল দেশ এটি। বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে অংশ গ্রহনকারী দেশগুলির মধ্যে জনসংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্রতম দেশ আইসল্যান্ড। আয়তন ১ লাখ ৩ হাজার বর্গ কিমি। ওদের এই জনসংখ্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সাতটি। চারটি সরকারী এবং তিনটি প্রাইভেট। এর মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর সেরা পাঁচশোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি। এদের কোন আর্মি নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশগুলির মধ্যে একটি। মাথাপিছু গড় আয় ৫৪ হাজার ২৮৮ ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা। গতবারের ইউরো কাপে দেশের খেলা দেখতে ফ্রান্সে জড়ো হয়েছিল আইসল্যান্ডের ৩০ হাজারেরও বেশী মানুষ। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ মানুষ। বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে এটাও এক রেকর্ডবিরহীন ঘটনা। তবে দেশ টির আসল সম্পদ দেশের মানুষের সাহিত্যপ্রীতি বা বই পড়ার অভ্যাস। বিশ্বায়নের করাল গ্রাস যে অভ্যাসকে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি।

দেশটির প্রতি দশজন মানুষের মধ্যে একজন কোন না কোন বইয়ের লেখক। এদেশটিতে মাথাপিছু বুকস্টোরের সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। মাথাপিছু বই ও পত্র - পত্রিকার প্রকাশনার সংখ্যাও সারা বিশ্বের মধ্যে এদেশে সবচেয়ে বেশী। আয়তনের বিচারে দুনিয়ার মধ্যে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সাহিত্য আমদানী ও অনুবাদ এদেশে হয়। সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ অবধি আইসল্যান্ডে সবচেয়ে বেশী বই বিক্রি হয়। এসময়টাকে ওদেশে বই কেনার মরশুম মনে করা হয়। এই মরশুম কে ওদের ভাষায় বলা হয় " JOLABOKAFOLD " অর্থাৎ বড়দিনের জন্য বইয়ের বন্যা। এই বইয়ের বন্যা শুরু হয় আইসল্যান্ড পাবলিশার্স এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেবছরে নতুন প্রকাশিত সমস্ত বই ও ম্যাগাজিনের তালিকা প্রকাশ ও বিলির মধ্যে দিয়ে। এই অসাধারণ সাহিত্যপ্রীতি এবং তার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা ও খেলাধুলার প্রতি গভীর ভালোবাসা আইসল্যান্ডকে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, আগে গীতা পাঠ করতে হবে। রামায়ণ মহাভারত পাঠ করতে হবে। তবেই মনকে শুদ্ধ করা সম্ভব হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মাই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্বারণ করে দেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি।

রসবোধে ভরপুর কার্টুন শিল্পী চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রঞ্জিত কুমার পাঁজা ‘সনিয়া গান্ধি’র ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করেছিলেন

রবীন্দ্র কুমার শীল

বিলাতের হিথরো বিমানবন্দর। সুপুরুষ মধ্য বয়সী মানুষটি ইমিগ্রেশন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। সাদা চামড়ার ইমিগ্রেশন মহিলা ক্লার্ক ভারতীয় লোকজির পাসপোর্ট উল্টে পাশ্ে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন - ভারত থেকে আসছেন। এদেশে এসেছেন ফিরে যাবেন তো? প্রশ্ন শুনে মানুষটি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন নিশ্চয়। ইমিগ্রেশন ক্লার্ক বলললেন, সবাই তাই বলে বটে। যদি না ফেরে? একটু আশ্চর্য হয়ে মানুষটি বললেন, কী মুশকিল কেন ফিরবো না? সাদা চামড়ার ইমিগ্রেশন অফিসার বললেন জানতে চাইছি আপনি যে এসেছেন থেকে যাবেন না, তার প্রমাণ কী? তেমানদের ইণ্ডিয়ার সঙ্গে তো এদেশের তুলনা হয় না...। অসম্মানবোধ করলেন ভারতীয়ওটি। এটা শুধু তাঁকে অপমানিত করা তা নয়, সমগ্র ভারতবাসীকে অপমানিত করা। বলসে উঠলেন তিনি। বললেন, ‘ ঠিকই বলেছি। একেবারে তুলনা হয় না। আমি এশিয়ার প্রাচীনতম মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, আমার দুটি বাড়ি আছে, দুটিই ইতালিয়ান মার্বেলে মোড়া। আমার দুইখানা গাড়ি। দুইটিই শোফার-ড্রিভন। সারা পৃথিবী থেকে ডাকা হয় আমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। আর হ্যাঁ, চেষ্টারে দেখাতে গেলে তোমাকে তিন মাস অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এই সমস্ত যদি এখানে দিতে পারো, আমি না হয় এখানেই থেকে যাবো।’ সাদা চামড়ার ইমিগ্রেশন মহিলা খুঁজ উত্তর দেওয়ার কোনও পথ খুঁজে পাননি। তিনি একেবারে চূপ করে গিয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন ভুল জায়গায় পা দিয়ে ফেলেছেন। কথা আর না বাড়িয়ে দ্রুত মানুষটিকে সব পরীক্ষা করে স্যাটিসফ্যাকশন বলে দেন। এই জীবন রসিক মানুষটি আর ভেঙে নন, তিনি ভারতের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রঞ্জিত কুমার পাঁজা।

১৯৩২ সালে ১ অক্টোবর উত্তর কলকাতার জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ধনপতি পাঁজা। মা সান্ত্বনা পাঁজা। জ্যাঠামশাই স্বনাম ধন্য চিকিৎসক এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষের চর্মরোগ চিকিৎসার অন্যতম প্রবর্তক ডাক্তার গণপতি পাঁজা। ১১৭ নম্বর বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে যৌথ পরিবারের মধ্যে তাঁর জীবন বেড়ে ওঠা ক্ষুদ্রিচ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজ

হুে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া। ১৯৫৪ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস হলেন। পরবর্তী কালে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হিসাবে পেলেন কৃষ্ণা হাজরাকে। কন্যা শর্মিষ্ঠা ও পুত্র অরিন্দ্রিজিৎ। প্যাথলজির ও পরে আর্থ বৈশি ছিল। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ওই বিষয়ে কলকাতার আইপিজিএমই অ্যাণ্ড আর-এ প্যাথলজি বিভাগের প্রধান বি.এন আয়কতের তত্ত্বাবধানে শুরু করলেন গবেষণা। ১৯৬১ সালে ‘কোলাজেন ডিজিজ অফ স্কিন’ এর ওপর গবেষণাপত্র রচনা করে পিএইচডি লাভ করেন রঞ্জিত পাঁজা। সেই গবেষণাপত্র আজও বিশ্ব বন্দিত। বস্তুত প্যাথলজির ওপরে তাঁর আজীবন ভালোবাসা



ছিল। শুধু চর্মরোগ নয়, অনান্য বিষয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন চিকিৎসক বিশেষজ্ঞরা। ১৯৬১ সালে প্যাথলজির ও পরে পিএইচ ডি লাভ করা পর তিনি দিক পরিবর্তন করলেন। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা অব ডার্মাটোলজি পাশ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাড়ি দিলেন ইংল্যাণ্ডে এবং লণ্ডনে বিখ্যাত সেন্ট জনস হাসপাতালে শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগদান করলেন। তিন বছর পরে সেখান থেকে এমআরসিপি পরীক্ষায় পাশ করে ১৯৬৫ সালে দেশে ফিরলেন। এর কয়েক বছর আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। বাবার ফেলে যাওয়ার চেষ্টার ২৫০ নম্বর চিন্তরঞ্জন এভিনিউতে রোগী দেখা শুরু করলেন ডাক্তার রঞ্জিত পাঁজা। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা এবং মধুর ব্যবহার ও

ব্যক্তিত্বের মহিমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ফলে চিকিৎসার পসার বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। কলকাতার রোগীদের দেখতেন সোমবার থেকে শনিবার। রবিবার তিনি সারা দিন থামের রোগীদের দেখতেন। সকাল থেকে রোগী দেখা চলতো গভীর রাত পর্যন্ত। থামের রোগীদের কোনও অ্যাপয়েমেন্ট দিতে হতো না। থামের রোগীদের সঙ্গে কথা বলতেন জ্ঞানার চেষ্টা করতেন থামের জীবনযাত্রার কথা। গ্রাণ্গঞ্জের মানুষদের তিনি খুবই আপনজন ভাবতেন। তাদের ভালোমদ, বন্যা, খাটকটা, ফসল তোলা, থামের উৎসব এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানার আগ্রহ থাকতো রঞ্জিত পাঁজার।

তিনি বর্ধমান কলেজ থেকে বিদায় সর্ধনায় বলেছিলেন, ‘ম্যাডা! আবার বেলেতলায় চলল’। বেলেতলা বলতে তিনি মেডিকেল কলেজের কথাকে উল্লেখ করেছেন। এই বেলেতলা থেকেই এক দশক পরে তিন ১৯৯০ সালে অবসর গ্রহণ করলেন। সারা জীবন ধরেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই ১৯৮১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ এবং রাজ্য সরকারের অনুরোধ ১৯৮১ সালে শিক্ষক চিকিৎসক হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলেন। সপ্তাহে দুই দিন তিনি বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদের দেখতেন এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের পড়াতেন। ১৯৭৩ সালে তৈরি হল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ডার্মাটোলজিস্ট, ভেনেরোলজিস্ট, অণু লেপ্ঠো লজিস্ট। জন্মলাগ থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানের কলকাতা সম্মেলনের সময়ে তাঁর অনুরোধে মাদার টেরিজা সাতা উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। ১৯৮৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানের জাতীয় সভাপতি হঠাৎ অতুল্য যোষের। অতুল্য যোষের তাঁর নাম স্বদেশে এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আইপিজি চণ্ডীগড়, বিদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেয়ো ক্লিনিক এবং ক্লিভল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন।

শিশুদের মা বাবাকে বলতেন, দয়া করে সহজপাঠ্য পড়বেন। বালা ভায়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রবল ছিল। তিনি আবার ছবি আঁকতেন। তিনি আবার বহু রোগের ছবি এঁকে ফেলতেন তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। সংসদে বিশাল রকমে লম্বা

অনুরোধে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের চর্মরোগের বহির্বিভাগের জন্য একটি অনবদ্য নকসা তৈরি করলেন। গড়ে উঠল ভারতের শ্রেষ্ঠ চর্মরোগের বহির্বিভাগ বর্ধমান মেডিকেল কলেজে। ১৯৭৭ সালে তাঁরে বদলি করা হল বর্ধমান মেডিকেল কলেজের চর্মরোগের বহির্বিভাগে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের চর্মরোগ বহির্বিভাগে বসা শুরু করে দিতেই তিড়ি উপচে বড়তে শুরু করলো। সেখানে তিন বছর কাজ করে আবার তিনি ১৯৮০ বদলি হয়ে এলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। রসিক ছিলেন ডাক্তার রঞ্জিত পাঁজা। মুখ গভীর ভাব থাকলে মনো মধ্যে একটি রসবোধ সব সময়ে কাজ করতো। সেই রসবোধই রঞ্জিত পাঁজাকে সকলের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। তিনি বর্ধমান কলেজ থেকে বিদায় সর্ধনায় বলেছিলেন, ‘ম্যাডা! আবার বেলেতলায় চলল’। বেলেতলা বলতে তিনি মেডিকেল কলেজের কথাকে উল্লেখ করেছেন। এই বেলেতলা থেকেই এক দশক পরে তিন ১৯৯০ সালে অবসর গ্রহণ করলেন। সারা জীবন ধরেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই ১৯৮১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ এবং রাজ্য সরকারের অনুরোধ ১৯৮১ সালে শিক্ষক চিকিৎসক হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলেন। সপ্তাহে দুই দিন তিনি বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদের দেখতেন এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের পড়াতেন। ১৯৭৩ সালে তৈরি হল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ডার্মাটোলজিস্ট, ভেনেরোলজিস্ট, অণু লেপ্ঠো লজিস্ট। জন্মলাগ থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানের কলকাতা সম্মেলনের সময়ে তাঁর অনুরোধে মাদার টেরিজা সাতা উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। ১৯৮৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানের জাতীয় সভাপতি হঠাৎ অতুল্য যোষের। অতুল্য যোষের তাঁর নাম স্বদেশে এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আইপিজি চণ্ডীগড়, বিদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেয়ো ক্লিনিক এবং ক্লিভল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন।

শিশুদের মা বাবাকে বলতেন, দয়া করে সহজপাঠ্য পড়বেন। বালা ভায়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রবল ছিল। তিনি আবার ছবি আঁকতেন। তিনি আবার বহু রোগের ছবি এঁকে ফেলতেন তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। সংসদে বিশাল রকমে লম্বা

বারাণসী কড়চাঃ ভুলে যাওয়া উদ্ভাবকের স্মরণে

জয়দেব দাস, কাশী

রাধিকা নাথ সাহা নামটি এক মহান উদ্ভাবকের, কাশীর সেই বিশেষ নাগরিক যে শতাব্দী আগে কলিকত ভারতের ভিত্তি স্থাপনে বিরল ভূমিকা রেখেছিলেন। দুঃখের বিষয় উনিশ শতকের প্রথম দশকে পেটেন্ট তালিকায় ভারতের নাম নথিভুক্ত করার পরও ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। যে সময়ে এদেশে একটি ছুঁত তৈরি করার ভাবনা স্বপ্ন সম, সেই সময়ে রাধিকানাথ সাহা দেশীয় ফাউন্টেন পেন উদ্ভাবন করেন। ২১ জন তার জন্মদিন নিরবেই কাটিয়ে দিল দেশ।

বর্তমানে হাতে লেখার অভ্যাস ক্রমশ ক্ষয় পাচ্ছে। সঙ্গে লেখনি মানে পেনের প্রতি দূর্বলতা মানুষের থাকছে না। অথচ এক সময় বিভিন্ন ধরনের পেন সংগ্রহ কর্তাদের রেষারেষির অভাব ছিল না, কিশোর থেকে যুবক - যুবতী থেকে বৃদ্ধা সবার প্রিয় ছিল তাঁর নিজের পছন্দের পেন। সেই বিভিন্ন ধরনের পেনের মধ্যে বার্ণা কলম বা ফাউন্টেন পেন এমন এক বিশেষ ধরনের কলম যাতে তরল কালি বিশেষ প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত থাকে। বিশেষ প্রকোষ্ঠটির সাথে একটি সরু পথ দিয়ে কলমের নিবিট মুক্ত থাকে এবং মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে ওই পথ ধরে আসা কালি দিয়ে লেখা সম্ভব হয়। বিশেষ প্রকোষ্ঠটিতে সিরিঞ্জের মাধ্যমে বাইরে থেকে কালি ভরা যায়। এছাড়া কলমের অভ্যন্তরীণ চোষণ কৌশলের মাধ্যমে কালি থেকে কালি চুষে নেওয়া যায়। এছাড়া কালি ভর্তি প্রকোষ্ঠ আলাদাভাবে বিক্রি করা হয়। বার্ণা কলম দিয়ে লিখতে যেমন কোন চাপ প্রয়োগ করা লাগে না, খুব সহজে আলতো চাপে এতে লেখা সম্ভব হয়। বিশেষ প্রথম বার্ণা কলম আবিষ্কৃত হয় ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে, মিশরে। মিশরের সম্রাট মাদ আল-মুয়িজ এমন একটি কলমের কথা চিন্তা করলেন যা হাত এবং কাপড় কালিতে নষ্ট করবে না। আবিষ্কৃত

এই কলমে আধুনিক কলমের মত কালি জমা থাকতো এবং মাধ্যাকর্ষণ বলের সাহায্যে সূক্ষ্ম নল চুষে কালি বের হতো। কাদি আল-নুমান আল তামিমি (৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) এবং কিতাব লিস ওয়া ই-মুসাইয়ার্দ-তে এই বিষয় বিশদ বর্ণনা রয়েছে। রাধিকা নাথ সাহার নিবাস কাশীর লক্ষী কুণ্ড অঞ্চলে, আজও সেই বাড়ি আছে, থাকেন নাতি সুভজিত সাহা। নাতি শুভজিৎ সাহা জানান, পরাধীন ভারতের দুর্দশা রাধিকানাথ সাহাকে এই



আবিষ্কারের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। একজন উদ্ভাবক ছাড়াও তিনি একজন লেখক এবং চিকিৎসক ছিলেন। একজন লোক হিসাবে, তিনি ১৮৯৭ সালে ইংরেজি ভাষার স্টাইলোগ্রাফি এবং ১৮৯৯ সালে বাংলা ভাষা শেখার মৌলিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ‘সহজ শ্রেণীর জ্ঞান’ রচনা করেন। এছাড়াও ব্যাকরণ, উচ্চারণ এবং গঠন একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন করেছেন। রাজা এডওয়ার্ড সপ্তম ১৯০১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তাকে রাজকীয় সীলমোহর প্রদান করেন। ১৯০৩ সালে, তাকে দেহকীর্তি শল্যচিকিৎসকের পদ সহকারী, কিন্তু তিনি সরকারি চাকরিতে যোগদানের পরিবর্তে ব্যক্তিগত অনুশীলনের মাধ্যমে জন সাধারণের সেবা কাজ কেই বেছে নেন।

একই সময়ে, তিনি বেতার স্টাইলিস্টিক পৃষ্ঠা, ফাউন্টেন পেন এবং স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটর সম্পর্কিত তার উদ্ভাবনের জন্য ভারত, জার্মানি, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় তার নামে ছয়টি পেটেন্ট নিয়ে ছিলেন। ফাউন্টেন পেন শিল্পের জন্য বিভিন্ন ভারতীয় প্রশস্ননীতে তেরটি স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়েছে। উদ্ভাবনের ওজুহ্বূর্ণ স্পেসিফিকেশন নিউ ইয়র্কের সায়েন্টিফিক আমেরিকান দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯০৭ সালে, তিনি লক্ষ্মী এন্টিলো

বেলা সিনেমা দেখাতেন। লক্ষ্মী ফ্লগওয়ার মিল প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিপুরার মহারাজার সহযোগিতায় একটি মেডিকেল কলেজও খুলতে চেয়েছিলেন। তবে তার স্বপ্ন পূরণ হতে পারেনি। আমরা এ’হেন প্রতিভা কে ভুলে গেছি। তাঁর অদান কে সেই সপনান দিতে নাহি! যার ফাউন্টেন পেন কে এক সময় মহাশ্মা গান্ধী ও রবি ঠাকুর পছন্দ করতেন। অনেকে মনে করেন ফাউন্টেন পেনের বাংলা ভরজমা ‘বর্ণা কলম’ নামটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছেন। এক ঘটনার কথা তাঁর চিঠি থেকে পাই। সেই সময় বেনারসে থাকা কালীন মহাশ্মা গান্ধী নিজের পেন খুইয়ে ফেলেন। শিব প্রসাদ মহাশয় তাকে একটি পেন উপহার করেন। সেই পেনটি রাধিকা নাথ সাহার কলমের দ্বারা নির্মিত। ১৮.০২.১৯১০ তারিখে, রবি ঠাকুর শান্তিনিকেতন থেকে রাধিকা নাথের কাছে একটি পোস্ট কার্ড লিখেছিলেন, রাধিকা নাথ কে ভিপি পোস্টের মাধ্যমে দুটি ‘পেটেন্ট করা ফাউন্টেন পেন’ পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন। চিঠি তেে বাংলায় তারিখ লেখা ছিল এই ফাল্গুন, ১৩১৬। রাধিকা নাথ সাহা, ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক চিহ্ন নাম এখনও বিশ্বের কাছে খুব কমই পরিচিত। বর্তমান প্রজন্মের প্রায় সমস্ত ভারতীয়দের কাছে অজানা একটি নাম, যদিও ঠাকুর, গান্ধী এবং সুভাষ সি. বোসের সময়ে সুপরিচিত ছিল। ঔপনিবেশিক ভারতের শিল্প শতাব্দীর গোড়ার দিকে অবিস্কৃত বালাার কলকাতার কাছে চুনসূরা থেকে বেনারসে চলে আসা একটি বাঙালি পরিবারের পরপর দুই প্রজন্মের দুইজন বিশিষ্ট কায়স্থ ছিলেন। বার্ণা কলম পিতা ও পুত্র যারা তাদের উদ্যোক্তা, বৈজ্ঞানিক ও একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য বিশ্বব্যাপী আলাোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন; এবং বিশেষ করে পুত্র রাধিকা নাথ ভারতীয় আবিষ্কারের ইতিহাসে একটি গৌরববহু উত্তরাধিকার রেখে গেছেন যা ভারতবাসী এবং জৈবজৈবিক বিশ্বের দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

সম্পাদকীয়

মানব দরদী নৃপতি চট্টোপাধ্যায় বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলা চলচ্চিত্রের এক প্রবীণ চিত্র পরিচালক নিদারুণ অভাবে দিন কাটাতেন। প্রায় না খেতে পাওয়ার মত অবস্থা। কেউ তাঁর জন্য না ভাবলেও একজন অস্তুত ভেবেছিলেন। প্রতিদিন চিত্র পরিচালকের হাতে তুলে দিতেন বাজার করার টাকা যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। কাকপক্ষীও যেন সেই খবর না জানতে পারে সেই বিষয়ে প্রবল গোপনীয়তা বজায় রাখতেন সেই মানুষটি যিনি তাঁর জীবনের প্রায় অর্ধশতাব্দী বাংলা চলচ্চিত্রের কর্মেডি চরিত্রে বড় একটি নাম। জানতে চাইছেন কে সেই মহৎপ্রাণ? তিনি অভিনেতা নৃপতি চট্টোপাধ্যায়,খুব বড় মনের প্রাণবন্ত একজন মানুষ। নৃপতি চট্টোপাধ্যায়,সহজ সরল জীবন যাপন করতেন, বিয়ে থা করেননি। জীবনে বিলাসিতা ছিল না। যেটুকু রোজগার করতেন ভালভাবে চলার কথা। কিন্তু বাস্তবে হত না। নিজের রোজগার থেকে প্রতিদিন দুঃস্থ প্রবীণ চিত্রপরিচালকের জন্য দুটি টাকা তুলে রাখতেন। পঞ্চাশের দশকে দুটো টাকার অনেক মূল্য, একটি পরিবারের জন্য হেসে খেলে ভালভাবে দিনের বাজারে হয়ে যায়। চিত্র পরিচালক প্রতিদিন তাঁর জন্য বরাদ্দ অর্থ নিতে নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসতেন। কোনও দিন নৃপতিবাবু নিজে বাড়ি তে না থাকলে পরিচালকের বরাদ্দ অর্থ তাঁর কাজের লোকের কাছে দিয়ে রাখতেন যেন তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা দুঃস্থ মানুষটার বাজার না বন্ধ নয়। আবার কখনও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের নিজের কাজকে টাকা না থাকলে অন্যের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে প্রবীণ পরিচালকের বরাদ্দ মেটাতেন। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায় তাকে এভাবে সাহায্য করেছেন। জীবনের এই ঘটনার কথা কোনওদিন কাউকে জানতে দেন

দূরন্ত বার্তা

বঙ্কতা শুনতে পেলে তিনি না ঘুমিয়ে সাংসদের কার্টুন ছবি আঁকতেন। তিনি সোনিয়া গান্ধি এবং লালু প্রসাদ যাদবের কার্টুন ছবি এঁকেছিলেন। তাতে এটা খুশি হয়েছিলেন আবার বহু মানুষ তাঁর আঁকা কার্টুন দেখে বাক্যলাপ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নিজেকে শুধু চিকিৎসা জগতের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেননি। তিনি সব সময়ে চিকিৎসা জগত ছাড়াও অন্য জগতে প্রবেশ করেছেন। সাহিত্য, রাজনীতি, খেলোয়াড় জগত থেকে শুরু করে ভরত মহাজার, মাদার টেরিজা এবং অতুল্য যোষের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। অতুল্য যোষের লেখা ‘কষ্ট কল্পিত’ বইটি তিনি পাঠও করেছিলেন। এটি একটি রাজনৈতিক দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। মেডিকেল কলেজের প্রাক্তনী সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। গান গাইতেও পারতেন। গান চর্চাকে কেবল মাত্র ঘরেই আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। প্রকাশে কোনও সভায় তিনি গান গাননি। সাহিত্য চর্চা করতেন। কবিতা লেখারও হাতি ছিল। বহু কবিতা লিখেছেন। এবং হাতে সময় থাকলে ছবি এঁকে চলেছেন। তাঁর হাতে অীকা ছুর গুলির যদি একটি আলোবাম তৈরি করা হতো তাহলে চিত্র শিল্পীদের কাছে তা অমূল্য হিসাবে পরিগণিত হতো। বহু গুনের অধিকারী ছিলেন তিনি। সোজা কথা বলতে কোনও রকম কুঠাবোধ করতেন না। তাঁর চেষ্টারে একজন চুলকানির রোগী এসে উ পশ্চিৎ হয়েছেন। কিছুতেই ডাক্তারবাবুকে ছাড়ছেন না। বারবার চুলকানি নিয়ে নাস্তানাবুদ করে ছাঙ্কেন রঞ্জিত পাঁজকে।তিন সব শেষে বলতে বাধ্য হলেন আমি অপেক্ষা করুন। আমার সব রোগী দেখা হোক। তারপরে আপনার সারা গা আমি নিজের হাতে চুলকে দেবো। চিকিৎসা নিয়ে কোনও কোনওমসেয়ে রসবোধ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন কী করে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। সংসদে থাকার সময়ে তিনি সবার কাছে প্রিয় ছিলেন। সংসদের অবসরেও খাবার থেকে খেয়ে একটি নিছক আড্ডা জমতো। সেখানে সরকারি পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের গাংসদেরা উপস্থিত থাকতেন।নির্ভেজাল সংসদে আসারসময়ে। খাবার থেকে খেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত সেই আড্ডা ক্রমশ জমতে শুরু করতো। বাধ্য হয়ে বহু সময়ে নিরাপত্তা রক্ষীরা বলতেন এবার আড্ডা থামিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। এক রকম আড্ডা চলতে শুরু করলে নিরাপত্তা রক্ষীদের রাতের ঘুম প্রায় চটকে যেত। ২০০৬ সালে এ প্রলিঙ্গ হস্তোস্তর,রসিক মানুষটি চির বিদায় গ্রহণ করলেন।

CORRIGENDUM

(A) NIT No. : KMC/EE-III/CH/29/24-25 (1st Call),
(B) NIT No. : KMC/EE-III/PC/29/24-25 (1st Call),
(C) NIT No. : KMC/EE-III/WD/29/24-25 (1st Call),
(D) NIT No. : KMC/EE-III/RD/35/24-25 (1st Call)
published in this Newspaper on 15.06.2024 (Key No. : 59/24-25) of **Engineering (C), Br-II Deptt.**
The last date and time of submission of bid Sl. No. 2, 7, 12, 16 will be read as **27.06.2024 at 12 Noon** instead of 24.06.2024 at 12 Noon and the tender will be open on **29.06.2024 - 12 Noon** of Sl. No. 2, 7, 12, 16 instead of 26.06.2024 - 12 Noon other terms and conditions remain unchanged.

119/24-25

ভ্রমণ

ওপেনহাইমার এখানে থাকতেন

না, আমরা পথ ভুলে অন্য কোথাও যাইনি। পথ হারানোর সম্ভাবনাই নেই। আমেরিকায় গুগল ম্যাপ এখন এতটাই নির্খুঁত যে ট্রাফিক লাইটগুলোও দেখা যায়। ওপেনহাইমারের বাড়ির সামনেই আমরা আছি। ঠিক সামনে। হাতছোঁয়া দূরত্বে। তারপরও মনে সন্দেহ। এই কি ওপেনহাইমারের বাড়ি? কী করে হয়! এত সাদাসিধে? কোনো ফটক, নামফলক, আলোকবাতি, পথ দেখানো সাইনকিছুই তো পেলাম না। তাহলে কি অন্য কোথাও এসে পড়েছি? মনের এই প্রশ্ন মুখ ফুটে যে কাউকে বলব, আশপাশে তেমন কেউও নেই। উপায়?



আলবুকার্কি, নিউ মেক্সিকো
নিউ মেক্সিকো আমেরিকার অঙ্গরাজ্য আর আলবুকার্কি তার সবচেয়ে বড় শহর। এ শহরের নাম অন্য আর দশটি বড় শহরের মতো প্রচলিত নয়। কিন্তু ‘ট্রেকিং ব্যাড’ সিরিজ আর ‘ওপেনহাইমার’ সিনেমার বদৌলতে এই নাম এখন আগের থেকে অনেক বেশি শোনা যায়। আমেরিকার অন্য সব রাজ্যের মতো এই রাজ্যেরও একটা স্লোগান আহেল্যান্ড অব এনচ্যান্টমেন্ট যাকে ‘মোহিত করা রাজ্য’ বললেও ভুল হবে না। আগে আসা হয়নি, তাই উত্তেজনা কাজ করছিল। নর্থ ক্যারোলাইনার শান্ত, স্নিগ্ধ, সবুজে ভরা রোলি শহর থেকে যাত্রা শুরু করে শিকাগোয় ঘণ্টাখানেকের বিরতি দিয়ে আলবুকার্কি ইন্টারন্যাশনাল সানপোর্টে অবতরণ করল বিমান। না, ঠিকই পড়েছেন এই এয়ারপোর্টকে আমার করে এরা ডাকে সানপোর্ট। আলবুকার্কিতে সারা বছর প্রচুর রোদ থাকে। বিমানবন্দরটির নাম সেই রোদেলা আবহকেই ধারণ করে আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার উষ্ণতা আর উন্মুক্ততাকেও মনে করিয়ে দেয় এই নাম। এই দুই অনুভূতির

থমকাতে হলো। এই এয়ারপোর্টে অনেক অনেক যাত্রী চালাচল করে না। তাই সবকিছু একটু বেশিই ফাঁকা ফাঁকা। এতে দমকা হওয়াটাকে আরও জোরালো মনে হলো, সঙ্গে গরমের তেজও। নাম কেনা সানপোর্ট, এবার একটু করে হলেও ধরতে পারলাম। বাতাস তো নয়, যেন কামারের হাপরের হাঁপ। ফস ফস করে গায়ে এসে লাগছে। গাড়িতে লটবহর ভুলে বের হয়ে পুরোটা বুঝতে পারা গেল। এ তো রীতিমতো বিতীষিকা! খোলা জানালা দিয়ে তাপপ্রবাহ এফেঁড়-ওফেঁড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বোন আর গুমর দিবাি আমার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। রাস্তার অন্য গাড়িগুলোর অনেকেইই জানালা খোলা। বাতাসটা নাকি ভালো। অনেক গাড়ির জানালা তোলা। তাদের হয়তো আমার দশা। এ আবহাওয়ায় প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে আশপাশ দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। এও আমেরিকা? একেবারে আলাদা। মনে হয় বাড়িগুলো সব মাটি দিয়ে গড়া। বেশির ভাগ একতলা, নিচু। দোকানপাট যা দেখলাম, প্রায় সবই



স্বাভাবিক?

আলবুকার্কি থেকে লস আলামোস

কদিনের বিরতি দিয়ে বোনের পরিবারের সঙ্গে লস আলামোসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা গেল। একেবারেই কাছে। ঘণ্টা দুয়েকের ভ্রূঁহটা নিউ মেক্সিকোতে দুই ঘণ্টার দূরত্ব কাছের দূরত্ব বলেই মনে হলো। এত ফাঁকা কোনো শহর আগে দেখা হয়নি। এত বিনান, ছাড়া ছাড়া আর দিগন্ত ফেঁড়া রাস্তাগুলো অমানবিক রকম বেঁচিগ্রহ্নই মনে হলেও তার মধ্যে মাধুর্য আছে। কোথাও কেউ নেইর মতো একটা ব্যাপার। বড় কোনো গাছ নেই। সুঁচক কাচঘেরা দালান নেই। শুধু নেই আর নেই।



কোনোটাই অবশ্য তখনো আমার হয়নি। জানালায় পাশের সিট না হওয়ায় দিগন্তের ব্যাপ্তি বা বিস্তার কোনোটাই বুঝতে পারলাম না। সেটাও ভালো। কী আছে নিচে নেমে একবারে দেখাই ভালো। আমাকে নিতে এসেছে আমার বড় বোন আর তার সত্য বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা ছেলে গুমর। যান্ত্রিক সিঁড়ির মাঝামাঝি থাকতেই তাদের দেখা গেল। উজ্জ্বলিত হয়ে আলিঙ্গন। অনেক দিন পর তা-ও আবার এত দূরে দেখা! শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে লু হওয়ার দমকায়

একতলা। দু-একটা, কদাচিৎ উঁচু বিল্ডিং, তা-ও ছয়তলার বেশি হবে না। হাতে গোনা যাবে। বাকি সব একতলা বা বেশি হলে দোতলা আর মেটে রং। এতে করে উষ্ণতার তীব্রতার সঙ্গে যোগ হয়েছে রুক্ষতার মাত্রা। মোহিত করা এই রাজ্যকে স্নায়বিক আর মানসিক দুইভাবেই অনুভব করা যাচ্ছে। তবে সবার দশা যে আমার মতো না, তা মূল সড়কের পাশের হাঁটা কিংবা দৌড়ানোর জন্য যে লেনগুলো আছে, তাতে এই ভরদুপুরেও কাউকে দৌড়াতে, কুকুর নিয়ে, বাচ্চাদের স্ট্রলার নিয়ে হাঁটতে দেখলাম। তবে কি এটাই

আমাদের শীতের থেকে অনেক আঁশা। একটা সময় বৃষ্টির বদলে হালকা তুষারপাত শুরু হলো। পঁজা তুলার মতো মিহি, হালকা, আবছায়া হয়ে গেলে পরছে চারপাশে। এদিকে প্রচুর গাছ। সরু সর্পিলা রাস্তা। মাঝেমধ্যে নদীর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বলেও মনে হলো। ভুলও হতে পারে। খুব কম গাড়ি। একটাদুটো। মাঝেমধ্যে। রাস্তার কারণেই কারও বাড়াবাড়ি নেই। সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধীরলয়ে উপভোগ করছে সবকিছু। এও কি মোহিত করা রাজ্যের আরেক রূপ? চলতে চলতে তুষারপাত বন্ধ হয়ে গেল। তবে গুমোট বাতী। রয়েই গেল। লস আলামোসের সড়কচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আরও কিছুটা বাকি। পথ এখানে একটাই। এটা ধরে এগিয়ে গেলেই লস আলামোস। এটা পাজারিতে প্লাটুতে অবস্থিত। যে কারণে দূর আর উঁচু থেকে দেখতে একে দারুণ লাগে। চারদিকটা উঁচু, মাঝে প্রায় সমতল একটা জায়গা। এই পাজারিতে প্লাটু ট্রেকিংয়ের জন্য বেশ জনপ্রিয়। বেশ কিছু ট্রেকিং রুট আছে। শীতকালে স্কি করার বন্দোবস্তও আছে। আছে ব্যান্ডলিয়ার জাতীয় উদ্যান আর ভালেস জাতীয় সংরক্ষণাগার। আমারও থেমেছিলাম নিছক ছবি তোলার জন্য। আমাদের গন্তব্য লস আলামোস, বিশেষত ওপেনহাইমার সাহেবের বাড়ি দেখা।

লস আলামোস

সেনাবাহিনীর চৌকিতে পরিচয়পত্র দেখাতে হলো। তারা এও বলে দিলেন কোথাও যেন ছবি তোলা না হয়। সেনাবাহিনীর চৌকি পার হওয়ার অভিজ্ঞতা আগে ছিল না। পুলিশের চৌকি আর এর মধ্যে পার্থক্য হলোগা ছমছমে ভাব।

ক্ষমতা বৃদ্ধি কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেনের বাতিলকরণ ও পথ পরিবর্তন

মালিগাঁও, ২৫ জুনঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে রঙিয়া ডিভিশনের ছয়গাঁও - মির্জা সেকশনে ডাবল লাইন চালু করার জন্য প্রস্তাবিত নন-ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী ট্রেনের চলাচল বাতিল ও পথ পরিবর্তন করা হয়েছে।

ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণঃ
২৫ জুন থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬০২ (গুয়াহাটি- ধুবড়ি) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ০৫৮০৮ (নিউ বঙাইগাঁও- গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ট্রেন নং. ০৫০২০ (গুয়াহাটি-মৈন্দিপাথার) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ট্রেন নং. ০৫২২০৭৫২৪ (নিউ বঙাইগাঁও- গুয়াহাটি- নিউ বঙাইগাঁও) ডেমু বাতিল থাকবে। ২৬ জুন থেকে ২৮ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬০১ (ধুবড়ি- গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ০৫৮০৪ (গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ট্রেন নং. ০৫০১৯ (মৈন্দিপাথার- গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল বাতিল থাকবে। ২৬ জুন, ২০২৪



তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬০৮ (গুয়াহাটি- মৈন্দিপাথার) প্যাসেঞ্জার, ও ট্রেন নং. ০৫৫৬১৭ (নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি) স্পেশাল বাতিল থাকবে। ২৫ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬১৮ (গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল বাতিল থাকবে। ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬০৭

(মৈন্দিপাথার-গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার বাতিল থাকবে।
ট্রেনের পথ পরিবর্তনঃ
২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৬৪৬ (গুয়াহাটি - হাওড়া) শরাইঘাট এক্সপ্রেস ও ২৫ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৬২ (কামাখ্যা-রাঁচি) এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে কামাখ্যা রঙিয়া নিউ বঙাইগাঁও হয়ে পথ পরিবর্তন করা হবে।

২৫ ও ২৬ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৬৪৫ (হাওড়া-গুয়াহাটি) শরাইঘাট এক্সপ্রেস, ২৫ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২২৫১১ (লোকমান্য তিলক টার্মিনাস- কামাখ্যা) এক্সপ্রেস ও ট্রেন নং. ১২৫০৮ (এসএমভিটি বেঙ্গলুরু আগরতলা) হমসফর এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে নিউ বঙাইগাঁও রঙিয়া কামাখ্যা হয়ে পথ পরিবর্তন করা হবে।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং সর্বোত্তম বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানগুলোর একটি লস আলামোসের এই গবেষণাকেন্দ্র। ম্যানহাটান প্রকল্পের জন্য লস আলামোসকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। লস আলামোসে পারমাণবিক বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমাসহ বিভিন্ন পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়ন হয়েছিল। বিশ্ব্যাত ম্যানহাটান প্রকল্পের কেন্দ্রীয় ভূমিকা এবং পরমাণু গবেষণা ও উন্নয়নে এর অবদান অপরিসীমা। এখানেই প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরি হয়েছিল আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যা ব্যবহৃত হয়েছিল। এই ম্যানহাটান প্রকল্পেরই বৈজ্ঞানিক পরিচালক ছিলেন রবার্ট ওপেনহেইমার। দূরদর্শী বিজ্ঞানীর পাশাপাশি তিনি ছিলেন দক্ষ এক প্রশাসক। যদি ভাবেন লস আলামোসের গুরুত্ব কমে গেছে, তাহলে ভুল করবেন। এই বিজ্ঞানাগার এখনো চালু আছে। গবেষকেরা সৌর এবং পরমাণু শক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করে যাচ্ছে। তাবৎ আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগার বলে এখানে পুলিশি চৌকির বদলে সেনাচৌকি বিদ্যমান। এটা আমার ধারণামাত্র। সত্যমিথ্যা জানি না।

ওপেনহাইমারের বাড়ি

গুগল ম্যাপ অনুসরণ করে অবশ্যে ওপেনহাইমারের বাড়ির সামনে পৌঁছানো গেল। কাঠের একতলা বাড়ি। এতটা অনাড়ম্বর হবে ভাবিনি। ক্রিমসন রেড বা গাঢ় রক্তভাদ রং কালের বুলায় মলিন। বিশাল গাছগুলোর সময় আটকে গেছে। শুকুর দিকে গাছগুলো যে এই রং ছিল না, তা ঢের ধরতে পারা যায়। কিন্তু কোথাও লেখা নেই যে এটাই ওপেনহাইমারের বাড়ি বা এখানেই ওপেনহাইমার সাহেব থাকতেন। গুগলে জানতে চাওয়া হলো।

ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিতে গাছের আড়ালের বাড়িটাকে ঠিক দেখার যোগ্য মনে বলে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। দেখা বলতে কেবল বাইরে থেকেই দেখা। ভেতরে প্রবেশের কোনো উপায় নেই। বাড়ির একপাশে সবুজ ঘাসে মোড়া একচিলতে জায়গা। তাতেই গাছগুলো। বেশ আগলে রাখার মতো। কিন্তু কোথাও কোনো নামফলক পেলাম না। সন্দিহান হয়ে এদিক-ওদিক করে দু-একজনকে জিজ্ঞেস করা হলো। তারাও এটাই দেখিয়ে দিলেন। তার মানে আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি। আশাহত হলাম বৈকি। ভেবেছিলাম কত কিছু দেখব। হলো কই। অগত্যা ইন্টারনেট ঘেঁটে বুঝতে পারলাম নিরাপত্তাজনিত বিষয়ে ওপেনহাইমার সাহেব ঠিক কোথায় থাকতেন, কী ধরনের কাজ করতেন, এসব গোপন রাখা হলো। সে জন্য তাঁর বাড়িটাকে একদমই সাধারণ অন্য বাড়িগুলোয় মতো করেই করা এবং রাখা হয়েছিল। আর কখনোই বা এখানে বলা হয় না যে এটাই তাঁর বাড়ি। এই রহস্য বহাল তবিয়তে আছে। আছে কিন্তু আবার এটাই যে আসলে তাঁর বাড়ি, সেটাও বলা হচ্ছে না।

কেনিয়ায় কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে গুলি, নিহত ১০

কেনিয়া, ২৫ জুনঃ কেনিয়ায় কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে জনতার বিক্ষোভে গুলি চালিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার দেশটির পার্লামেন্ট ভবনের সামনে এর ঘটনা ঘটা। এ সময় পার্লামেন্টে কর বৃদ্ধিসংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে ভোটগুটি হাছল। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, পুলিশের গুলিতে অন্তত ১০ বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। যদিও প্রত্যক্ষদর্শী এক সাংবাদিক জানান, তিনি ভবনের সামনে অন্তত পাঁচটি মরহেদ পড়ে থাকতে দেখেছেন। কর বৃদ্ধিসংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে ভোটগুটির খবরে আজ পার্লামেন্ট ভবনের সামনে জড়ো হন কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী। তাঁরা পার্লামেন্ট ভবনের তেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। তখন পুলিশ প্রথম কঁাদানে গ্যাসের গুলি ও জলকামান ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে পুলিশ। এ সময় ভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া উড়তেও দেখা যায়। ড্রেসিং তাকরি নামের এক বিক্ষোভকারী বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘আমরা পার্লামেন্ট বন্ধ করতে চাই। প্রত্যেক এমপির অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে।

নাম পরিবর্তন
আমি Arindam Ghosh, R/O. B-2/255, কল্যাণী, নদীয়া, পিন- 741235, আমার এবং ভোটার কার্ডে পিতার নাম Kartik Chandra Ghosh, ভুলবশত আমার প্যান কার্ডে No. CGUPG7784B ও পস বুলে সার্টফিকেটে পিতার নাম আছে Kartik Chandra Ghosh, গত 14/05/24 Ld. A.C.J.M- 2 (1st class) Kaylani, Nadia কোর্টের এক্সেজিউট (No.111) বলে পিতার নাম সংশোধন করে Kar-tik Chandra Ghosh ও Kartik Chandra Ghosh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইল।

নাম পরিবর্তন
আমি Sk Azizul (পুরাতন নাম) পিতা Khoda Box চিকনা Rajib Ghat Road, P.O.- Pujali, P.S.- Budge Budge, 24 Pgs. (S), Pin-700138, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 25-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Saroj Kumar Sarkar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Saroj Kumar Sarkar (নতুন নাম) ও Sk Azizul (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Saroj Sarkar (পুরাতন নাম) পিতা Nihar Kanti Sarkar চিকনা 16, Bagmari Lane, P.S.- Manicktala, Kolkata-700054, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 25-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Saroj Kumar Sarkar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Saroj Kumar Sarkar (নতুন নাম) ও Saroj Sarkar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Jahangir Ali Mir (পুরাতন নাম) পিতা Mir Ejahar Ali চিকনা .VIII.- Gobdan-gar, P.O.- Aswothapur, P.S.- Ram-nagar, East Medinipur-721446, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 25-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mir Jahagir Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mir Jahagir Ali (নতুন নাম) ও Jahangir Ali Mir (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, ATIQUUR RAHMAN (পুরাতন নাম) পিতা LATE HABIBUR RAHMAN, চিকনা -14, ALIMUDDIN STREET, PARK STREET, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 24.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SK ATIQUUR RAHMAN (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SK ATIQUUR RAHMAN (নতুন নাম) এবং ATIQUUR RAHMAN (পুরাতন নাম) সর্বকল্পে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, MOULIKA DEY (পুরাতন নাম) স্বামী ARKYA CHATTERJEE, চিকনা - 6G/2B/1A KEDAR NATH DAS LANE,GHUGHUDANGA, PS- SINTHI, KOLKATA-700030, WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 24.06.2024 এর Affidavit নম্বর 45 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MOULIKA CHATTERJEE (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। MOULIKA CHATTERJEE (নতুন নাম) এবং MOULIKA DEY (পুরাতন নাম) সর্বকল্পে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, GEETA KAREL (পুরাতন নাম) স্বামী LATE SHANKAR LAL KAREL, চিকনা - 379, DAKSHINDARI ROAD, PO-SREEBHUMI, PS-LAKE TOWN, NORTH 24 PARGANAS-700048, WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 24.06.2024 এর Affi-davit নম্বর 46 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে GITA DEVI KAREL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। GITA DEVI KAREL (নতুন নাম) এবং GEETA KAREL (পুরাতন নাম) সর্বকল্পে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি দীপক চন্দ (পুরাতন নাম) প্রয়াত ভুবনেশ্বর চন্দ্রের হেলে, AF 116/2, বরীন্দগঞ্জী, কেটপুর্, বাজারহাট গোপালপুর (M), উত্তর 24 পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - 700101-এ বসবাস করছি এখন থেকে দীপক কুমার চন্দ (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। কলকাতায় নোটারি পাবলিক দ্বারা হকুমদান্য নং 25 তারিখ 25/06/2024 যাতে মোহিত। দীপক চন্দ (পুরাতন নাম) এবং দীপক কুমার চন্দ (নতুন নাম) উভয়ে একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Nabarun Kumar Podder (পুরাতন নাম) পিতা Nripendra Kumar Podder , চিকনা- BB 10, Kali Appt, Rabindra pally, Jyngara, Baguiati, Bidhannagar, Pin- 700059, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nabarun Podder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nabarun Podder (নতুন নাম) এবং Nabarun Kumar Podder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Chapal Bhattacharyya Residing at, Vill+PO-Bagdanga, PS-Namkhana, Dist-South 24 Parganas West Bengal. Do hereby declare that my father's actual name Late Achintya Bhattacharyya instead of Achintya Kumar Bhattacharya, Achintya Kumar Pati vide an affidavit Sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kaldvid, South 24 Parganas On 24/06/2024. Late Achintya Bhattacharyya, Achintya Kumar Bhattacharya and Achintya Kumar Pati all are same and one identical person.

Name Change
I, ANWARA KHATUN W/O Safikul Islam, resident of Vill. - Andulia, P. O. - Chowhata, P.S. - Haroa , Dist. - North 24 Parganas, W. B. - 743425 , have changed my name and shall henceforth be known as ' ANOWARA BEGAM ' vide an affi-davit before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas on 25/06/2024. That ANWARA KHATUN and ANOWARA BEGAM both are same and one identical person .

Name Change
I, Padam Bhandari (Old Name) S/o Looknagar Bhandari Residing at FL-11EG Mankarn, 3B Ram Mohan Mullick Garden Lane, Beleghata, Beleghata H.O, Kolkata. W.B Pin- 700010 India shall henceforth be known as Padam Chand Bhandari (New Name) as de-clared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-06-2024. Padam Bhandari (Old Name) and Padam Chand Bhandari (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I TARAMANI DEVI KANDOL, W/O SANT LAL KANDOL, R/O CL-135, SECTOR -2, C . K MARKET , SALT LAKE, PO SECH BHAWAN , KOLKATA -700091, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TARAMANI KANDOL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2024, THAT TARAMANI KAN-DOI AND TARAMANI DEVI KANDOI, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KHURSHIED KHAN, RESIDING AT 8C,CHAMRU KHANSAMA LANE,SAHIN STORE, PO-CIRCUS AVENUE,PS-KARAYA, KOLKATA-700017,WEST BEN-GALDO HEREBY INFORM THAT MY FATHER ASALAM KHAN@MOHD ASLAM KHAN SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD ASLAM KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2024,THAT ASALAM KHAN@MOHD ASLAM KHAN AND MOHAMMAD ASLAM KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SANJOY KUMAR KARMAKAR, & SAN-JAY KARMAKAR, S/O SUDHANGSHU KARMAKAR, R/O 128, BANSDRONI CENTRAL PARK, PS BANSDRONI, KOLKATA -700070, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJOY KARMAKAR, VIDE AN AFFI-DAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2024, THAT SANJOY KUMAR KARMAKAR & SANJAY KARMAKAR AND SANJOY KARMAKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAJAN KUMAR MONDAL & RAJAN MANDAL, S/O LATE ANANTA MONDAL, R/O VILL. KULTIKRI, PO KULTIKRI, ARANGA, PS EGRA, EAST MEDINIPUR, Pin-721448, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJAN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2024, THAT RAJAN KUMAR MONDAL & RAJAN MANDAL AND RANJAN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sk Hasmat S/o. Late Sk Mukteja R/o. Vill.- Durgapur, P.O.- Sagareswar, P.S.- Ramnagar, Dist.- East Medinipur, Pin-721446 that my deceased father who previously known as Late Sekh Mukteja shall henceforth be known as Late Sk Mukteja. I declare that my deceased father Late Sk Mukteja and Late Sekh Mukteja is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-06-2024.

Name Change
I, Ghulam Mohammed Mustafa S/o. Mohammed Israil R/O. 261/5, Belli-ious Israil, P.O. + P.S. -- Howrah, Dist.- Howrah , Pin-711101 shall henceforth be known as Ghulam Mohammed Mustafa. I declare that Ghulam Mohammed Mustafa and Ghulam Mohammed Mustafa is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-06-2024.

Name Change
I, Sanjoy Bharati S/o. Shashanka Bharati R/o. Vill.- Jajpur Dakshin-bar, P.O.- Gopalchak, P.S.- Ram-nagar, Dist.- Purba Medinipur, Pin-721423 shall henceforth be known as Sanjay Bharati. I de-clare that Sanjay Bharati and Sanjoy Bharati is same and one identical person by virtue of an af-fi-davit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-06-2024.

Name Change
I ANAMEEKA HAZRA, W/O SANTOSH HAZRA, R/O FLAT NO 83, SURYA APPT115 E HEMCHANDRA MUKHERJEE ROAD, PS HARIDVPUR, KOLKATA - 700008, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANAMEEKA CHAKRABORTY HAZRA, VIDE AN AFFI-DVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2024, THAT ANAMEEKA CHAKRABORTY HAZRA AND ANAMEEKA HAZRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Ashraf Ali alias Ashraf Ali Molla S/o. Nur Ali R/o. Nawabpur, Ra-jarhat, VTC-Reckjeani (CT), P.O.- Rajarhat, Dist.- 24 Pgs (N), Pin-700135, W.B. shall hence-forth be known as Asraf Ali Molla. I declare that Asraf Ali Molla, Ashraf Ali and Ashraf Ali Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn be-fore the Notary Public, Kolkata on 25-06-2024.

Name Change
I, Manoj Samadder S/o. Ranajit Samad-dar Residing at Subhash Nagar, VTC + P.O.- Chakdhaka, Dist.- Nadia, W.B- 741222, India that my minor Daughter who previously known as Priti Samad-der (Old Name) shall henceforth be known as Priti Samadder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit dated 25-06-2024. My minor Daughter Priti Samadder (Old Name) and Priti Samadder (New Name) both are same and one identical per-son.

Name Change
I, Sidharath Surana (Old Name) S/o Shikhar Chand Surana Residing at House No 302, Chauri Sadak, Sunheri Gurudwara, VTC- Ludhiana, P.O.- Central Post Office, Sub Dist- Ludhiana (West) Dist.- Ludhiana, State- Punjab Pin- 141008 India shall henceforth be known as Sidharth Surana (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit.Dated 25-06-2024. Sidharath Surana (Old Name) and Sid-harth Surana (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Husn Bano Qaumruzzaman (Old Name) D/o Qamruzzaman W/O Md Salam Alam Residing at 12/4 Tiljala Shibtala Lane, VTC+P.O.- Tiljala, Sub Dist- Tiljala, Dist- South 24 Parganas W.B Pin- 700039 India shall henceforth be known as Husn Bano (New Name) as declared before the Ld Judicial Mag-istrate 1st Class At Sealdah, Kolkata Vide affidavit Dated 21-06-2024. Husn Bano Qumruzzaman (Old Name) and Husn Bano (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sanjay Singh (old name) S/O Baleshwar Singh, residing at 35/1 Ajmir Residency Block-D 2nd Floor Pulin Khatick Road, Kolkata- 700015, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall hence-forth be known as) Sanjay kumar singh (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/06/2024. Sanjay kumar singh (new name) and San-jay Singh (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Jasmine Sumer (old name) W/O Late Sanjeev Sumer, residing at 1B, Nitya Ghosh Street, P.O.- Khidder-pore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jasmine Khatoun (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/06/2024. Jasmine Khatoun (new name) and Jasmine Sumer (old name) both are same identical per-son.

Name Change
I, Simran Kaur (old name) D/O Ran-vir Singh, residing at 29/30, Block A (1st Floor), Bangur Avenue, Kolkata- 700055, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall hence-forth be known as) Simran Kaur Solan (new name) vide an affidavit sworn before the Metropolitan Mag-istrate at Kolkata on 18/06/2015. Simran Kaur Solan (new name) and Simran Kaur (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Shaik Abdullah S/O Late Sk Rahman, declare that my father said name Sk. Rahman (old name), residing at Ward No.5, Near Old SBI Bhawanipur, Debalpur, P.O. & P.S.- Kharagpur Town, Dist.- Paschim Medinipur, Pin- 721301, INDIA, I have changed my father name to (shall henceforth be known as) Sk Rahman (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kharagpur on 12/06/2024. Sk Rahman (new name) and Sk. Rahmn (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sk Abdullah (old name) S/O Late Sk Rahman, residing at Ward No.5, Near Old SBI Bhawanipur, Debalpur, P.O. & P.S.- Kharagpur Town, Dist.- Paschim Medinipur, Pin- 721301, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shaik Abdullah (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kharagpur on 12/06/2024. Shaik Abdullah (old name) and Sk Abdullah (old name) both are same identical person.

Name Change
I, MOHD ASAD ULLAH, SON OF MOHD ABUL HASHIM, RESIDING AT VILL- BAHRIGACHI, PO & PS-USTHI, SOUTH 24 PAR-GANAS-743755, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASADUL- HALDER, SON OF HASEM ALI HALDER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BE-FORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAG-ISTRATE AT DIAMOND HARBOUR ON 21/06/2024. THAT MOHD ASAD ULLAH,SON OF MOHD ABUL HASHIM AND ASADUL HALDER SON OF HASEM ALI HALDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ANAMEEKA HAZRA, W/O SANTOSH HAZRA, R/O FLAT NO 83, SURYA APPT115 E HEMCHANDRA MUKHERJEE ROAD, PS HARIDVPUR, KOLKATA - 700008, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANAMEEKA CHAKRABORTY HAZRA, VIDE AN AFFI-DVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2024, THAT ANAMEEKA CHAKRABORTY HAZRA AND ANAMEEKA HAZRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
ISK ATIAIR RAHMAN & SK ATIYAR RAHMAN & SHEIKH ATIAIR RAHMAN & SK ATTYEER RAHMAN, S/O ALI EKTADA RAHMAN, R/O METEKHAL UTTARPARA, BHAGABATIPIUR CHANDITALA, HOOGHLY -712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ATIAIR RAHMAN SHEIKH, VIDE AN AFFI-DVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2024, THAT ANAMEEKA CHAKRABORTY HAZRA AND ATIAIR RAHMAN SHEIKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PER-SON

Name Change
I AFSAR SK & AFSAR ALI SK, S/O AJUL SEIKH, R/O SATAPATI, MATHER PARA, PO PURBA SATGACHHIA, PS KALNA, PURBA BARDHAMAN, PIN- 712512, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFSAR ALI SEIKH, VIDE AN AFFI-DVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2024, THAT AFSAR SK & AFSAR ALI SK AND AFSAR ALI SEIKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOZAMMEL SEKH HOSSAIN, S/O SEKH NOOR HOSSAIN, R/O KOTALPUR, BAHANA, PO JAGATABALUPUR, PS JANGIPARA, KOTALPUR, HOOGHLY - 712404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MOZAMMEL HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2024, THAT MOZAMMEL SEKH HOSSAIN AND SK MOZAMMEL HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক ৫৯ বছর বয়সী বৃদ্ধের বিরুদ্ধে



দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জুন : ১২ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক ৫৯ বছর বয়সী বৃদ্ধের বিরুদ্ধে।ওই বৃদ্ধের কঠোর শাস্তির দাবিতে শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয়রা। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে এলাকাবাসীরা। যার জেরে এলাকায় তীব্র যালজটের সৃষ্টি হয়। উত্তেজনা ক্রমশই বাড়তে থাকলে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় আশিষের ফাঁড়ির পুলিশ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ প্রায় কুড়ি দিন আগে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে ভিত্তিবেশী অভিমুক্ত বৃদ্ধ। পরবর্তীতে এনে পৌঁছায় আশিষের ফাঁড়ির পুলিশ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ প্রায় কুড়ি পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই ওই বৃদ্ধকে শ্রেফতার করা হয়েছে। গভীর রাত পর্যন্ত অবরোধ চলার পর পুলিশ তৎপরতায় অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয়রা। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে আশিগড় ফাঁড়ির পুলিশ।

এ একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন জলপাইগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগড়ি, ২৫ জুন : একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন জলপাইগুড়ি। মঙ্গলবার সকালে শহরের ইন্দীরা গান্ধী কলোনি বাজার এলাকায় জল আটকে থাকার কারণে চরম সমস্যা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই। জলপাইগুড়ি পুরসভার ১১,১৬, ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের চুনীলাল রোড, কমপ্রেস পাড়া, পাভাপাড়া জমস্তী পাড়া সহ নেতাজী পাড়া করলা নদী সংলগ্ন এলাকা সহ শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকার বাসিন্দারা জল যন্ত্রণায়। ড্রেনের ব্যবস্থা চিক্কাচ না থাকায় জল পাস হতে পারে না বলে অভিযোগ পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাসিন্দাদের একাংশের। ভারী বৃষ্টি হলেই বেশ কিছুক্ষণ ধরে জল আটকে থাকে ফলে চরম ভোগান্তি বাসিন্দাদের। এদিন সকাল ৬ টায় জলপাইগুড়ি গজেলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে ১৬৮-৩.২৯ কিউসেম জল ছাড়া হয়েছে বলে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে জানা যায়। আরবাওয়া দপ্তরের দুঃখপূর্ণসহ অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি চলছে। তিস্তার মেখলিগঞ্জ এবং এন এইচ ৩১ জলঢাকা নদীর ওপর হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে খবর। ফের বৈশে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায়। মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয় মুন্সলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জন জীবন। আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার বিভিন্ন এলাকায় এই বৃষ্টিতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। এই মুন্সলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তাঘাট, বাজার প্রায় জনমানব শূন্য হয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, ফালাকাটা রকের জটেশ্বরে মঙ্গলবার সাপ্তাহিক হাট বসে এবং মানুষ সারা সপ্তাহেরে প্রয়োজনীয় জিনিস পর সাপ্তাহিক হাট থেকে ক্রয় করে আর এই বৃষ্টি ফলে হাট ক্রেতারা দেখা নেই বললেই চলে। হাট ব্যবসায়ীরা সমস্যা পড়ছেন এই মুন্সলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে।

বদ্রীনাথ ধামের প্রসাদ নিয়ে মোদীর দরবারে ধামি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : ১৮-তম লোকসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়দিনে মঙ্গলবারও সরগরম দিল্লি। ঠিক সেসময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাড়িতে দেবতার প্রসাদ নিয়ে হাজির হলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুশ্কার সিং ধামি। তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে এসে মৌদিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ধামি। এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন ফুলের ভোড়া। শুধু তাই নয়, মহেশ্ব দেবতা মন্দিরের একটি ছবি এবং বদ্রীনাথ ধামের প্রসাদও তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। প্রধানমন্ত্রীমুখ্যমন্ত্রীর এই সৌজন্য সাক্ষাতের ছবি ভিহরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রসঙ্গত, শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেই নয়, আমজনতার সঙ্গেও বিভিন্ন অভিনব উপায়ে জনসংযোগ করার ব্যাপারে বেশ সুনাম আছে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুশ্কার সিং ধামির। মারোমধ্যেই তাঁকে জনসংযোগ করতে দেখা যায় বিভিন্নভাবে। কয়েকদিন আগেই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে নৈনিতালে স্থানীয়দের সঙ্গে জনসংযোগ করেন ধামি। রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা বানান। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। শোনেন তাঁদের দুঃখদুশ্কার করে। এরপর একটি শিশু হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ শিশু ও তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, এরপর একটি ফুটবল মাঠে গিয়ে বাচ্চা এবং বড়দের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে ফুটবল খেলেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীকে একদা হকি বোলতেও দেখা গিয়েছে।

এখনো কেন্দ্রীয় বাহিনী রোড মার্চ বোয়ালমারী প্রধান পাড়াতে

দুরন্ত বার্তা, বোয়ালবাড়ী, ২৫ জুন : ৪টো পেরিয়ে গেছে অনেক দিন এখনো কেন্দ্রীয় বাহিনী রোড মার্চ বোয়ালমারী প্রধান পাড়াতে। অনেকটাই স্বস্তি এলাকাবাসীদের। যদিও ভোট পরবর্তী কোন হিসার খবর নেই এই এলাকায় বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ লালা বলেন আমাদের এলাকা খুব শান্তিপূর্ণ এলাকা। ভোট পরবর্তী কোনো হিসা নেই।। তুল্যও রাজা প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ প্রহর মাচ দেখে তিনি ভয়গণ গর্বিত দেন অভিজুতা। এলাকার অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী রমন সরকার বলেন ভোট পরবর্তী কোন হিসসা না থাকলেও কেন্দ্রীয়বাহিনীর রোডমার্চ সাধারণত হয়ে থাকে। কারণ তিনি যখন সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন তখনও এই রূপরেটি মার্চে অংশগ্রহণ করেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

গাজায় লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইজরায়েলের, মৃত ১১

২৫ জুন : আগামী দিনে গাজায় হামলার তীব্রতা কমার কথা জানিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। কিন্তু এই বক্তব্য রাখার পরের দিনই গাজায় পুনরায় মিসাইল হামলা চলল ইজরায়েলি ফৌজ। ত্রাণশিবির লক্ষ্য করেই হামলা হয়েছে বলে খবর। জোড়া মিসাইল হামলায় অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে রাকফা। যদিও ত্রাণশিবিরে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইরায়েল। জানা গিয়েছে, সোমবার দুটি এলাকায় আছতে পড়ে ইজরায়েলের মিসাইল। শান্তি এলাকা শরণার্থী শিবিরের কাছে একটি ত্রাণবটন কেন্দ্রে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়। সেখানে মৃত্যু হয় তিন জনের। ইজরায়েলি সেনার অপর মিসাইলটি আছতে পড়ে গাজার দক্ষিণে বানি সুহেলা এলাকায়। সেখানে অজি জনের মৃত্যুর খবর

মিলেছে। উল্লেখ্য, মৃতদের তালিকা রয়েছেন গাজায় ত্রাণ বিলি করতে যাওয়া ট্রাকের গার্ডরাও। যদিও মিসাইলি হামলা নিয়ে ইজরায়েলের তরফে কিছুই বলা হয়নি। সেই সঙ্গে ইজরায়েলি সৌজের দাবি, হাসাস জঙ্গির নিজেরাই সাধারণ প্যালেস্তিনীয়দের উপরে হামলা চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, হাসাস নিধনে গত আট মাস ধরে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তেল আভিভ। আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ, আমেরিকার ঈশিয়ারি, বিভিন্ন দেশের হাজারো চাপ টলাতে পারছে না নেতানিয়াহুকে। এর মাঝেই রবিবার ইজরায়েলের এক সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জানান, আগামিদিনে গাজায় লড়াইয়ের উত্তরা কমবে। কিন্তু এই যুদ্ধের অবসান হবে না। যতদিন না প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ড থেকে জঙ্গি

জমি জটে ধুপগুড়ি পুরসভার অন্দরেই কাজিয়া, তীব্র কটাক্ষ বিরোধীদের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জুন : ক্লাবের জমিতে হওয়ার কথা ছিল ইকো পার্ক কিন্তু এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও তৈরি হয়নি পার্ক। জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি পুরসভার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ধুপগুড়ির দক্ষিণায়ন ক্লাব। জানা গিয়েছে,২০১২ সালে ধুপগুড়ি পুরসভা তৃণমূলের দখলে আসার পর দক্ষিণায়ন ক্লাবের জায়গায় একটি ইকোপার্ক তৈরীর জন্য ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিপত্র করে পুরসভা। পার্ক নির্মাণের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে প্রায় সাড়ে সাত বিঘা জমি পুরসভাকে স্যে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সেই পার্ক তৈরি হয়নি বলে অভিযোগ। ধুপগুড়ি মহকুমা যোগ্যতা হতেই মহকুমা আদালত নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য জায়গা হিসেবে সেই মাঠ পরিদর্শন করে গেছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। হাইকোর্টের বিচারপতি বিষ্ণুজিৎ বসু সহ প্রতিনিধি দলও এই জমি দেখে গেছেন। আর তাতেই ক্ষোভ ক্লাব কর্তৃপক্ষের। ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাবি, ক্লাবের জমি যে কারণে নিয়েছে পুরসভা সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি। পুরসভা ভাঙতা দিয়েছে প্রস্তাবিত জমিতে পার্ক ছাড়া অন্য কিছু তৈরি করা যানো, আর তা না হলে পুরসভা ক্লাবকে জমি ফিরিয়ে দিক এই দাবি তুলে আন্দোলনে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সেই জমিতে ক্লাবের তরফে



ব্যানার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।। তাতে স্পষ্ট লেখা ভাঙতা দিয়েছে পুরসভা, আর এই জমি অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে ধুপগুড়িতে। তবে এবিষয়ে তৎকালীন পুর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান তথা বর্তমান ধুপগুড়ি পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য অরুণ দে ক্লাবের আন্দোলনকে এক কথায় সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, তার আমলে ক্লাবের সঙ্গে পুরসভার চুক্তি হয়েছিল। তিনি ক্ষোভ উগড়ে প্রসাদের। ভাগবাটারার লড়াই লড়ে ধুপগুড়ি পুরসভায়। উন্নয়ন থমকে ধুপগুড়ি পুরসভায়। আর এতেই প্রতিদিনই সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার।

বালুরঘাটে বিকল শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি, প্রতিবাদে বিক্ষোভ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৫ জুন : ঘটা করে চালু করা হয়েছিল, কিন্তু ১২ দিনের মধ্যেই ফের বিকল হয়ে পড়ল বালুরঘাট পুরসভার খিদিরপুর



শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি। প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করে কিছুদিন আগেই ঠিক করা হয়েছিল চুল্লিটি। কিন্তু সোমবার দুপুর থেকে ফের বিকল হয়ে পড়ে সেটি। বিষয়টি জানতে পেরেই পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতদের সংকার করতে আসা আত্মীয় পরিজনরা।

চুল্লিটি কেন বিকল হয়ে পড়ল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিক্ষোভকারীরা। এদিকে মঙ্গলবার সকালে মূল গেটে তালো মেরে বিক্ষোভ দেখায় টাউন বিজেপি। তাঁদের দাবি, বৈদ্যুতিক চুল্লি ঠিক করতে কটমানি নিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। দ্রুত

কোচবিহারে প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ জুন : কোচবিহার শহর লাগোয়া মহিষবাথানে আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের সামনে উচ্ছেদ অভিযান চালাল প্রশাসন। মঙ্গলবার ওই এলাকায় প্রায় ২০টি দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। এর আগেও সেখানে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল প্রশাসন। যদিও ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের জেরে তা কিছুদিন স্থগিত থাকে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সোমবার বিকেলে ওই



দোকানপাট সরিয়ে নিতে হবে। না হলে ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। কিন্তু ২৪

উত্তরবঙ্গে প্রথম সিএনজি বাস চালু

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ জুন : উত্তরবঙ্গে প্রথম সিএনজি বাস পরিষেবা চালু করল উত্তরবঙ্গ রপ্ট্রীয় এনবিএসটিসি এর খরচ কমাতে বিভিন্ন রুটে সিএনজি বাস চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরজন্য রাজ্য সরকার প্রাথমিকভাবে ১৩

শিলিগুড়ি রুটে চলাচল করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, এনবিএসটিসি এর খরচ কমাতে বিভিন্ন রুটে সিএনজি বাস চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরজন্য রাজ্য সরকার প্রাথমিকভাবে ১৩



বললেও কাজে সেটা করছে না ইজরায়েলি ফৌজ। গত শুক্রবার এবং শনিবার ইজরায়েলের আক্রমণে গাজায় মোট ৬৭ জনের মৃত্যু

হয়েছে। তার পরে সোমবার ফের মিসাইল হামলা চলেছে গাজায়। এর আগে উত্তর কোরিয়া সফর সেরে

প্রধানমন্ত্রীর লিখিত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

ঢাকা, ২৫ জুন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২১-২২ জুন, ২০২৪ ইং ভারতে রপ্ট্রীয় সফর করেন। তাঁর এই দ্বিপাক্ষিক সফরের ফলাফল সম্পর্কে আজ সকালে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। নিম্নাঙ্কে তাঁর লিখিত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা হলো-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,ওসহকর্মীবৃন্দ।
আসসালামু আলাইকুম! শুভ সকল!
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে আমি ২১ও২২ জুন ২০২৪ ভারতে রপ্ট্রীয় সফর করি২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের নতুন সরকার গঠনের পর এটিই ছিল সেরা দেশে আমার প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর। এক্ষেত্রে,ভারতের ১৮তম লোকসভা নির্বাচনপরবর্তী সরকার গঠনের পর ভারতেও ছিল এটি প্রথমবারের মত কোন রাষ্ট্র প্রধান বা সরকারপ্রধানের দ্বিপাক্ষিক সফর। এটি অংশাই আমার এবং বাংলাদেশে মানুষের জন্য অত্যন্ত সম্মানের। পাশাপাশি বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সহযোগিতামূলক বিশেষ সম্পর্কেরই বহিঃপ্রকাশ। ভারত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ও নিকটতম প্রতিবেশি,বিশিষ্ট বন্ধু এবং আঞ্চলিক অংশীদার। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে সম্পর্কের সূচনা হয় তাকে বাংলাদেশ সরকারই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দু’দেশই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়সহ উচ্চপাঁয়ের মধ্যে যোগাযোগও সহজভাবে নিয়েছে।

আপনারা জানেন, ভারতের টানা তিনবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর নবগঠিত মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান গত ৯ জুন ২০২৪ ইং অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমি ৮ থেকে ১০ জুন নয়াদিল্লি সফর করি। সেখানে প্রতিবেশি দেশগুলোর রাষ্ট্রও সরকার প্রধানসহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানান হয়। সেই সফরে আমি ভারতের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কৃষক বিনিময়ের পাশাপাশি ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত দক্ষিণ এশিয়াসহ অন্যান্য দেশসমূহের একাধিক সরকার প্রধানের সঙ্গে মতবিনিময় করি। পাশাপাশি আলাদাভাবে আমার সঙ্গে ভুটান এবং শ্রীলঙ্কার সরকার প্রধানগণের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। এসব আলোচনাপ্রেক্ষে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃ়করতে সক্ষম হবো। এবার২১ও২২ জুন আমি রপ্ট্রীয় দ্বিপাক্ষিক সফর করলাম। একই মাসে সরকার প্রধান হিসেবে দু’বার দিল্লি সফর আমার জন্য এক অতুলপূর্ণ ঘটনা। এরপই আমাদের দু’দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরের সঙ্গে কাজ করার প্রমাণ বহন করে। এসবফরে



ব্যবসায়ীওএকটি সাংবাদিক প্রতিনিধিদল আমার সফরসঙ্গী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দিল্লি সরকার থেকে তিনি সোনিয়া,প্রিয়ঙ্কা ওরাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া বিজেপির সিনিয়র নেতা এল কে আদভনীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। শেখ হাসিনা আরো বলেন, তিনি ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রমথ মুখার্জির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন। ২১ জুন দিল্লি পালাম বিমানবন্দরে আমাকে বর্ণাঢ় অভ্যর্থনাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.এস.জয়শঙ্কর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও, ভারতের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনা ওপস্থ্য নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় আমার সফরসঙ্গী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলও আলোচনায় অংশ নেন।

২২ জুন রাষ্ট্রপতি ভবনে আমাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আনুষ্ঠানিক রপ্ট্রীয় অভ্যর্থনা জানান। সেখানে তাঁর ওপস্থিতিকে আমাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এরপর,আমি রাজঘাটে ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে তাঁর প্রতিশ্রদ্ধা নিবেদন করি। দুপুরে আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আমার একাধিক বৈঠক হয়। ঐতিহাসিক হায়দ্রাবাদ হাইড্রো বাংলাদেশও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমি বাংলাদেশে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেই। অন্যদিকে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকেকলে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, বাংলাদেশভারত সম্পর্ক ক্রমাগত বিকশিত এবং দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্বপাণি চামান অর্ধ্বিশীলত্বও অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রতিবেশিদের সঙ্গে সুস্পর্শক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার উদার গুরুত্বোপ কর্তে তিনি বলেন, তাঁরা বাংলাদেশের সঙ্গে আরও গভীরভাবে কাজ করতে আগ্রহী। বাংলাদেশে,তাদের ‘প্রতিবেশি প্রথম’, ‘আ্যইস্ট’,সমুদ্র

বৈঠক শেষে উজয় দেশের মধ্যে ৫টি নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত ওবিনিময় হয় এবং ৩টি নবগঠিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিতওবিনিময় হয়। বৈঠকে ভবিষ্যত কাজের ক্ষেত্র হিসেবে১৩টি যৌথ কর্মক্ৰমের ঘোষণা দেওয়া হয়। (আলাদা তালিকা সংযোজিত)সফরের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ- উজ্জাশে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নিশ্চিতকরণে একটি রূপকল্প ঘোষণা। গ্রহণ পাশাপাশি ‘ডিজিটাল অংশীদারিত্ব’ এবং ‘টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সবুজ অংশীদারিত্ব’ বিষয়ক দুটি সমন্বিত রূপকল্পকে সামনে রেখে কাজ করতে আমরা দু’পক্ষই সম্মত হয়েছি।

রেল যোগাযোগ, সামুদ্রিক সহযোগিতাওগুনীল অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তিবাতে সহযোগিতা, স্যাটেলাইটও সার্বিক শিক্ষা সহযোগিতা বিষয়ে ৫টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। রেল যোগাযোগ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন শহরসহ নেপালও ভুটানের সঙ্গে যাত্রীওপণ্যবাহী রেলের যোগাযোগ স্থাপিত হবে। ঐ স্বাক্ষতওগুধ খাতে সহযোগিতা, দুর্যোগ মোকাবিলা, সহস্মীলতাতও প্রশমন এবং মহৎক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ৩টি সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়েছে।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION & TENDER	
ABRIDGED NIT	
The D.G (S&D), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :- 1. NIT No. : KMC/(S_D)/XIII/24-25/02 Name of work : Removal of Silt from Covered Surface Drain at Sukanta Pally A & B Block (B-23 to B-74/37 & A173-187A) in Ward No.122 under Br.-XIII. Estimated Cost : Rs.1,85,812.87. Earnest Money : Rs.3,750.00. 2. NIT No. : KMC/(S_D)/XIII/24-25/03 Name of work : Removal of Silt from Covered Surface Drain at 123A Rishi Aurobindo Sarani in Ward No.122 under Br.-XIII. Estimated Cost : Rs.1,51,313.80. Earnest Money : Rs.3,050.00. 3. NIT No. : KMC/(S_D)/XIII/24-25/04 Name of work : Removal of Silt from Covered Surface Drain at 1458 Aurobindo Pally to 1154 Aurobindo Pally to 1095/1A Ostad Amir Khan Sarani in Ward No.122 under Br.-XIII. Estimated Cost : Rs.4,57,068.46. Earnest Money : Rs.9,200.00 4. NIT No. : KMC/(S_D)/XIII/24-25/05 Name of work : Removal of Silt from Covered Surface Drain at 186/N Ostad Amir Khan Sarani to 181/9 Ostad Amir Khan Sarani and 514D/1 Ostad Amir Khan Sarani to 1151 Ostad Amir Khan Sarani in Ward No.122 under Br.XIII. Estimated Cost : Rs.3,03,011.31. Earnest Money : Rs.6,100.00. 5. NIT No. : KMC/(S_D)/XIII/24-25/06 Name of work : Removal of Silt from Covered Surface Drain at 64/7/C Raja Ram Mohan Roy Road in Ward No.122 under Br.XIII. Estimated Cost : Rs.1,81,333.89. Earnest Money : Rs.3,700.00. 6. NIT No. : KMC/(S_D)/XIII/24-25/07 Name of work : Removal of Silt from Covered Surface Drain at 74 Surya Sen Pally to B-116/1 Sukanta Pally in Ward No.122 under Br.XIII. Estimated Cost : Rs.2,60,341.18. Earnest Money : Rs.5,250.00. Period of Completion : 30 Days (for Si.No.1 to 6). Bid Submission start date (online) : 28.06.2024 at 3 p.m. (for Si.No.1 to 6). Last date and time of submission of Bid (online) : 05.07.2024 at 3 p.m. (for Si.No.1 to 6). Date of opening of Technical Bid : 08.07.2024 at 3 p.m. (for Si.No.1 to 6). 7. NIT No. : KMC/GRBU/SO-5/24-25 (1st Call) Name of work : Contractual arrangement for cleaning of screen chamber & screen at Jinjira Bazar MPS under GRBU (S&D). Estimated Cost : Rs.4,93,284.00. Earnest Money : Rs.10,000.00. Period of Completion : 365 Days. Last date and time of submission of Bid : 08.07.2024 at 12 noon. 8. NIT No. : MDPS/MPs/PUMP1/24-25 (1st Call) Name of work : Through overhauling, necessary rerpairing incl. replacement of damaged components of Pump no-1 incl. allied works of Main Pumping Station at Bangur STP under MDPS. Estimated Cost : Open Quotation. Earnest Money : Rs.5,788.00. Period of Completion : 10 Days. Last date and time of submission of Bid : 05.07.2024 at 5 pm. The bid forms and other details are available on and from 28.06.2024 at 3 p.m. (for Si.No.1 to 6), 28.06.2024 at 5 p.m. (for Si.No.7) and 26.06.2024 at 5 p.m.(for Si.No.8). The website https://wbtdenders.gov.in (for Si.No. 1 to 8). For corrigendum etc., if any, the same website shall be followed. (for Si.No.8)	The Dy. C.E(E)/S&D, KMC invites tender online item rate in two bid system for the following work :- NIT No. : GRBU/JOKA/E/24-25 (1st Call) Name of work : Installation and Commissioning of Non-Contact Ultrasonic Level Transmitter at the sump chamber in Joka DPS and Begore Khai DPS under GRBU (S&D). Estimated Cost : Rate to be quoted. Earnest Money : 5,000.00. Period of Completion : 7 Days. Last date and time of submission of Bid : 08.07.2024 at 12 noon. The Bid forms and other details are available from 29.06.2024 at 5 p.m. on website https://wbtdenders.gov.in The Dy. C.E(SWM-II), KMC invites tender online item rate in two bid system for the following works :- 1. NIT No. : SWM-II/GRU-023/2023-24 Tender Id : 2024_KMC_699481_1 Name of work : Engagement of One Hired LCV Truck for attending Break Down Services of different Vehicles under GRU/SWM-II Deptt. Estimated Amount : Rs.1,82,085.00. Earnest Money : Rs.3,700.00. Period of Completion : 183 Days. 2. NIT No. : SWM-II/DIST-I/1/2024-25 Tender Title : SWM-II/DIST-I/1/2024-25 Name of work : Repairing of Old & Worn Out Body of Hook Loader (WB03D-1211) under Dist-I Garage/S.W.M-II. Estimated Amount : Rs.1,52,456.00. Earnest Money : Rs.3,100.00. Period of Completion : 15 Days. 3. NIT No. : SWM-II/DIST-I/1/2024-25 Tender Title : SWM-II/DIST-I/1/2023-24 Name of work : Thorough repairing of, Driver Cabin, Load Body, & allied works of Hook Loader (Vehicle No.WB03D-4776, Model No.TATA-1613, BS-IV) Under Dist-I Garage/SWM-II. Estimated Amount : Rs.2,97,699.00. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 20 Days. Last date and time of submission of bid : 04.07.2024 upto 1 p.m. (for Si.No.1 to 3). The bid forms and other details are available on and from 25.06.2024 at 1 p.m. (for Si.No. 1) and 25.06.2024 at 5 p.m. (for Si. No. 2 & 3) from the website https://etender.wb.nic.in or https://wbtdenders.gov.in (for Si.No. 1 to 3). The Municipal Secretary, KMC invites e-tender for the following work :- NIT No. : KMC/UTM_PC/2024/01 Name of work : Pest Control Work at Uttam Mancha (Auditorium) to control cockroach, flies, ant, rodent, spiders, termite, house lizard, silver fish etc. 04 (four) time in a month for 03 (three) years. Estimated Amount (inclusive of GST) : Rs.1,49,955.00. Earnest Money : Rs.3,000.00. Period of Completion : 1095 Days. Last date and Time of submission of Bid : 03.07.2024 at 4 p.m. Technical Bid open date : 05.07.2024 at 4 p.m. The bid forms and other details are available on and from 25.06.2024 at 4 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in
116 / 24-25	



পাঁচ বছরের চুক্তিতে তরুণ মিডিওকে সই মোহনবাগানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুনঃ পাঁচ বছরের চুক্তিতে মোহনবাগানে তরুণ মিডফিল্ডার আপুইয়া। সবুজ মেরুনের তরফে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে। সোমবার কলকাতায় মেডিক্যাল টেস্ট দিয়েছিলেন জাতীয় দলের সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার লালেশমাউইয়া রালতে (আপুইয়া)। তাঁকে সই করিয়ে দল গুজিয়ে নেওয়ার কাজ জোরদার করল সবুজ মেরুন। ২৬ বছরের এই ফুটবলার মোহনবাগানের মার্নমাটে বড় ভরসা হয়ে দাঁড়াতে পারেন। মরসুমের শুরুতেই বড় চমক দিয়েছিল



মোহনবাগান সুপার জায়ন্ট। হাবাসকে সরিয়ে আর এক ইন্ডিয়ান সুপার লিগ জয়ী স্প্যানিশ কোচ হোসে মোলিনাকে দায়িত্বে এনেছে সবুজ মেরুন। অতীতে এটিকের দায়িত্বে ছিলেন। চ্যাম্পিয়নও করেছেন। আপুইয়াকে সই করানোর বিষয়ে মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচ হোসে মোলিনা বলছেন, “আপুইয়া দলে যোগ দেওয়ায় মার্নমাটে আরও শক্তিশালী হল। গত মরসুমে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে আপুইয়া। ও টিনে যোগ দেওয়ায় মার্নমাটে প্রতিযোগিতাও বাড়বে।” গত মরসুমে আইএসএল লিগ শিল্ডজয়ী মোহনবাগানে যোগ দিয়ে উজ্জ্বলিত আপুইয়া। বলছেন, “ভারতীয় ফুটবলে এই ক্লাবের আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস। মোহনবাগানের মতো ক্লাবে খেলার সুযোগ পাচ্ছি, আমি সন্মত। মাঠে নামার জন্য মুগ্ধ হয়ে রইছি। সবুজ মেরুন জার্সিতে খেলার সুযোগ আমার জীবনের অনেক বড় প্রাপ্তি।” আপুইয়াকে পাওয়ার চেষ্টায় ছিল ইস্টবেঙ্গলও। যদিও শেষ মুহুর্তে তাঁকে সই করিয়ে চমক দিল মোহনবাগান।

পোয়েটিক জাস্টিস! বাংলাদেশকে উড়িয়ে সেমিফাইনালে আফগানিস্তান

সেন্ট ভিনসেন্ট, ২৫ জুনঃ অভাবনীয়! তবে অবিশ্বাস্য নয়। তবে যে ভাবে রক্তচাপ বাড়ছিল তিন দলের, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। বোর্ডে অল্প রান। বৃষ্টির জন্য বারবার বাধা। লিটন দাসের অনবদ্য ইনিংস। রশিদ খান, নবীন উল হক, নূর আহমেদদের দুর্দান্ত বোলিং। খারাপ ফিল্ডিংয়ে চাপে পড়েছে আফগানিস্তান। শেষ অবধি ডিএলএসে ৮ রানে জয়। প্রথম বার বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে আফগানিস্তান। শেষ চারে তাদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বকাপ থেকে ছুটি হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার। অষ্টম ওভারে মহম্মদ নবির বলে তৌহিদ হুদয়ের ক্যাচ ফসকান ফজলহক ফারুকি। হাওয়ার জন্য চাপে পড়েন। পরের ডেলিভারিতে নূর আহমেদের ভুলে বাউন্ডারি। পরপর বাউন্ডারিতে ফের বাংলাদেশ শিবিরে আশার আলো। নবম ওভারে তৌহিদ হুদয়কে ফেরান রশিদ খান। বাংলাদেশ যে ভাবে এগুচ্ছিল, আফগানিস্তানের কাছে উইকেট নেওয়া ছাড়া বিকল্প ছিল না। অবিশ্বাস্য রিভিউতে



মহম্মদ ইসাক আউটের আবেদন করেন। অনবিন্দ্য আশ্পায়ার নীতীন মেনন আউট দেননি। আশ্চর্যবশী ছিলেন কিপার। রশিদ খানকে রাজি করান। শেষ অবধি কিপারের ভরসায় রিভিউ নেন রশিদ। সেই সিদ্ধান্তই সঠিক প্রমাণ হয়। পরের

বলে বিশদকে ফেরান রশিদ। বৃষ্টিতে ফের খেলা বন্ধ হয় এবং বাংলাদেশের জয়ের টার্গেট দাঁড়ায় ১৯ ওভারে ১১৪ রান। তবে সেটার লাভ হত অস্ট্রেলিয়ার। হাল ছিলেন। ডিএলএসে শেষ ১২ বলে বাংলাদেশের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১২ রান। লিটন দাস ক্রিকেট থাকায় তাদের জয়ের সম্ভাবনাই বেশি ছিল। অস্ট্রেলিয়াও সেই প্রার্থনাতেই ছিল। ১৮তম ওভারে বোলিংয়ে আসেন নবীন উল হক। প্রথম বলেই সিঙ্গল নেন লিটন। উল্টোদিকে তাসকিন আহমেদ। সিঙ্গল নিয়েই এগাতে থাকে বাংলাদেশ। তৃতীয় ডেলিভারিতে লিটনকে ফেরানোর সুযোগ এসেছিল। ফলো প্রুতে হাতে বল জমাতে পারেননি নবীন। চতুর্থ বলে তাসকিনের উইকেট নিয়ে ম্যাচ জমিয়ে দেন নবীন উল হক। এরপরই ফের বৃষ্টি। সে সময় ডিএলএসে এগিয়ে ছিল আফগানিস্তান। ফলে ম্যাচ ভেঙে যেতে গেলো লাভ আফগানিস্তানেরই। বৃষ্টি অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ক্রিকেট মুস্তাফিজুর রহমান। ওভারের দুবল বাকি। নবীনের কাছে সুযোগ ছিল কিজকে ফিরিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার। পঞ্চম বলে কিজকে লেগ বিকোর করে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেন নবীন উল হক। ডিআরএস নেয় বাংলাদেশ। তাতেও লাভ হয়নি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নীরবেই ‘প্রাক্তন’ ওয়ার্নার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অনেক আগেই ঘোষণা করে রেখেছিলেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের পরও অবশ্য ওয়ার্নারকে প্রাক্তনের তালিকায় ফেলা যায়নি। এত তাড়াতাড়ি তাঁকে প্রাক্তন হতে হবে, সেই আশাও যেন ছিল না। বিশ্বকাপে ভালোই খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া। ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়ন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে এবং গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপও। এ বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভালো কিছুই প্রত্যাশা ছিল অজি শিবির। আফগানিস্তানের কাছে হারে একটা ধাক্কা লেগেছিল। ভারতের কাছে হারের পরও অক্ষে টিকে ছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু বাংলাদেশকে হারিয়ে আফগানিস্তান সেমিফাইনাল নিশ্চিত করলেই মোয়াদ ফুরলো অজি কিবাবন্দি ডেভিড ওয়ার্নারের। সেন্ট ভিনসেন্টে বৃষ্টিবিল্লিত চূড়ান্ত নাটকীয় ম্যাচ জিতে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে আফগানিস্তান। এরপরই বিদায় অস্ট্রেলিয়ার। তার সঙ্গে দীর্ঘ ১৫ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ইতি ডেভিড



ওয়ার্নারেরও। সেন্ট লুসিয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষে মাঠ ছাড়ার সময়ও হয়তো ভাবেননি, মুহূর্তটা এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে। ওয়ান ডে কেরিয়ারের ইতি হয়েছিল ভারতের বিরুদ্ধেই। তবে বিশ্বকাপ ফাইনাল জিতে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটেও শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন

ভারতের বিরুদ্ধেই। টেস্ট ক্রিকেটকে আগেই বিদায় জানিয়েছেন। ওয়ার্নার অবশ্য ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দরজা খোলা রেখেছিলেন। দলের প্রয়োজনে তিনি অবসর ভেঙে ফিরতে প্রস্তুত এমনটাই বলেছিলেন। তবে তিনি চাইলেও টিম ম্যানেজমেন্টের চাওয়া মিলবে, এমনটা নয়। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষটি ঠিক যেন জমল না। ভারতের বিরুদ্ধে মাত্র ৬ রানেই ফেরেন। অর্শদীপের আউট সুইংয়ে ব্যাট ছুঁয়ে স্লিপে সূর্যকুমার যাদবের অনবদ্য ক্যাচে ফেরেন। কেনও স্ট্যান্ডিং অভিশোন, গার্ড অব অনার কিছুই ছিল না। ম্যাচ শেষে দেখা যায়, বিরাট কোহলির সঙ্গে কথা বলেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জঙ্গ হ্যাঞ্জলউড বলেছিলেন, ওয়ার্নারের অবসর চূড়ান্ত হবে আফগানিস্তান-বাংলাদেশ ম্যাচের পরই। ফেয়ারওয়েল প্রসঙ্গ উঠতে হ্যাঞ্জলউড বলেছিলেন, “ওকে ছাড়া খেলার সামান্য স্বাদ পেয়েছি টেস্ট ও ওডিআইতে। এ বার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও খেলতে হবে। দীর্ঘদিনের সতীর্থকে না পেলে খারাপ লাগা থাকেই। কিন্তু কী আর করা যাবে, এখান থেকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।”

ডিফেন্ডার হিজাজি মাহের সঙ্গে দু’বছরের সঙ্গে সেরে নিল ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুনঃ খুব কম বিদেশি ফুটবলারই থাকেন, যারা খুব তাড়াতাড়ি সমর্থকদের কাছে হয়ে ওঠেন। ইস্টবেঙ্গলে সাম্প্রতিক সময়ের কথা বললে হিজাজি মাহের তেমনই একজন। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং আচরণে সমর্থকদের কাছে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের এই ডিফেন্ডার। প্রাক্তিস হোক বা অন্য কোথাও। হিজাজিকে দেখলে লাল হলুদ সমর্থকরা কথা বলতে যেতেন। ছবি তোলার আদার করতে। হিজাজিও দারুণ ভাবে মিশে গিয়েছেন সমর্থকদের সঙ্গে। এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় হল। তার

সঙ্গে আরও দু’বছরের চুক্তি করল ইস্টবেঙ্গল। এই খবর লাল-হলুদ সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাবেই। দীর্ঘ ১২ বছর পর জাতীয় স্তরের ট্রফি জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। গত মরসুমে কলিক্ত সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন। আর ট্রফি জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন ডিফেন্ডার হিজাজি মাহের। তিনি যে শুধু গোল রক্ষা করতে জানেন তা নয়। গোল করার অভ্যেসও আছে। লাল-হলুদ জার্সিতে গোলও করেছেন। কলিক্ত সুপার কাপে চেরা ডিফেন্ডারের পূর্বসূর জিতেছিলেন। কোচ কার্লোস কুয়াত্রাতের পছন্দ করা জর্ডনের এই ডিফেন্ডার

গত মরসুমেই ইস্টবেঙ্গলে সই করেছিলেন। আইএসএল এবং কলিক্ত সুপার কাপ মিলিয়ে খেলেছেন ২২টি ম্যাচ। লাল-হলুদ শিবিরে থাকতে পেরে উজ্জ্বলিত হিজাজি বলছেন, “আমার কদমে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এ ক্লাবের হয়ে নানা বিশেষ মুহূর্ত উপহার পেয়েছি। সমর্থকরা আমাকে কতটা ভালো বাসে সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছি। সমর্থকরাই আমাদের শক্তি। প্রতিটা ম্যাচেই আমাকে ওরা তাকিয়েছে। জর্ডনের বহিরে আমি প্রথম কলিক্ত সুপার কাপ ট্রফি জিতেছি। আগামী মরসুমে ইস্টবেঙ্গলকে আরও সাফল্য দিতে চাই।”

৭৪ শতাংশ বলের দখল রেখে গোলে ১৯টি শট নিয়েও জয় পেল না ব্রাজিল

বেশিরভাগ সময় কোস্টা রিকা অর্ধে থাকলেন ২১ জন খেলোয়াড়। আক্রমণের বন্যায় তাদের ভাসিয়ে দিতে চাইল ব্রাজিল। কিন্তু সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষণ সমালানো কোস্টা রিকার প্রতিরোধ কোনোভাবেই ভাঙতে পারল না তারা।

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৫ জুনঃ ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সকালে অসংখ্য সুযোগ হারিয়ে গোল শূন্য ভূ দিয়ে কোপা আমেরিকা অভিযান শুরু করেছে ব্রাজিল। এই প্রথম ব্রাজিল ও কোস্টা রিকার কোনো ম্যাচ ড্র হলো। আগের ১১ লড়াইয়ের ১০টিতেই জিতেছিল ব্রাজিল, একটিতে কোস্টা রিকা। ম্যাচের ৭৪ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৯ শট নেয় দরিভাল জুনিয়রের দল, এর কেবল তিনটিই ছিল লক্ষ্যে। সেগুলো দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন পোস্টের নিচে বাস্তু দিন কাটানো পাত্রিক সেকেরিরা। বিপরীতে এরকম ‘বেকার’ ছিলেন ব্রাজিল গোলরক্ষক আলিসন বেকার। কোস্টা রিকার দুটি শটের একটিও ছিল না লক্ষ্যে। ক্যালিফোর্নিয়ার সোফি স্টেডিয়ামে একটি রিমেতালে শুরু হওয়া ম্যাচে সপ্তম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় ব্রাজিল। ডান দিক থেকে দানিলোর লম্বা পাস পেয়ে দারুণ গতিতে এগিয়ে যান রাফিনিয়া। তবে দুর্কহ গতি থেকে গোলের চেষ্টায় সফল হননি স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনার ফরয়ার্ড। পোস্ট ঘেঁষে দাঁড়ানো কোস্টা রিকা গোলরক্ষক পাত্রিক সেকেরিরা কণ্ঠের বিনিময়ে রক্ষা করেন হাটু দিয়ে। পাঁচ মিনিট পর একটুর জন্য জালের দেখা পাননি রদ্রিগো। ডি ব্লয়ের বাইরে লুকাস পাকোতার কাছ থেকে বল পেয়ে পারিয়ে কারিকুরিতে ভেঙেছে খুব কম রিয়াল মাদ্রিদ ফরয়ার্ড। জায়গা খুব বেশি না থাকলেও দারুণ দক্ষতায় সবাইকে এড়িয়ে নেন আডাআডি শট। সেটি একটুর জন্য থাকেনি লক্ষ্যে। ষোড়শ মিনিটে ডি ব্লয়ের

বাহিরে থেকে অনেক উপর দিয়ে মেরে সুযোগ নষ্ট করেন পাকোতা। ছয় মিনিট পর ব্লয়ের তেতর থেকে আবার বাইরে মারেন ওয়েস্ট হ্যাম



ইউনাইটেড মিডফিল্ডার। ২৫তম মিনিটে রদ্রিগোরে দুর্দান্ত পাসে ফের সুযোগ পান পাকোতা। এবার শট নেন অনেকটা গোলরক্ষক বরাবর। হাত ওপরের দিকে তুলে ঠেকিয়ে দেন সেকেরিরা। পরের মিনিটে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডারের হেড বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে। একের পর এক আক্রমণে কোস্টা রিকাকে প্রবল চাপে রাখা ব্রাজিল ২৯তম মিনিটে বল পাঠায় জালে। কিন্তু ডিএআর রেফারির সঙ্গে তিন মিনিটের বেশি

সময় কথা বলে অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। ৪২তম মিনিটে ভিনিসিউস জুনিয়রের চতুর্থকার ক্রসে ডি ব্লয়ের মাথা থেকে

কোনো শটই নিতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধেও একই রকম আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে ব্রাজিল। ৬০তম মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার দারুণ সুযোগও আসে। রাফিনিয়ার নিচু ক্রসে ভিনিসিউসের ফ্লিকে পেনাল্টি স্পটের কাছে বল পান রদ্রিগো। তার দ্রুত নেওয়া শটে হাঞ্জেল কিরোসের দারুণ ব্লকে বাড়ে ব্রাজিলের অপেক্ষা। তিন মিনিট পর পাকোতার তীব্র গতির শট ফিরে আসে পোস্ট কাপিয়ে। আরও একবার গোলের দৃয়ার থেকে ফেরে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ৭০তম মিনিটে নিশ্চিন্ত জোয়াও গোসেস ও ভিনিসিউসের জায়গায় মাঠে আসেন সাভিনিয়ো ও এন্ড্রিকা। বদলি নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোলের জন্য শট নেন এন্ড্রিকা। জটিলার মধ্যে সেটি ঠেকান একজন। পরের মিনিটে ব্রাজিলের তরুণ সেনসেশনের চ্যালেঞ্জের মুখে নিজেদের জালেই বল পাতিয়ে দিচ্ছিলেন কিরোস। ভাগ্যভালো তার, হেড যায় গোলরক্ষক বরাবর। ৭৮তম মিনিটে আবার দুর্পাল্লার শটে চেষ্টা করেন গিলেরমো আরানা। দারুণ দক্ষতায় ঝাঁপিয়ে তার গোলরক্ষক। ৮৩তম মিনিটে বল নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার সময় রদ্রিগোর সঙ্গে ধাক্কা পড়ে যান সেকেরিরা। বল নিয়ন্ত্রণে নিলেও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি রদ্রিগো। সুযোগ এসেছিল এর পরেও কিন্তু ফিনিশিংয়ে দুর্বলতায় জালের দেখা পায়নি ব্রাজিল। একই দিন ‘ডি’ ফ্রন্টের আরেক ম্যাচে প্যারাগুয়েকে ২-১ গোলে হারিয়েছে কর্নিয়েল।

রয়েছে বৃষ্টির আশঙ্কা, ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে নেই কোনও রিজার্ভ দিন!

খেলা না হলে ফাইনালে কে?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত ২৭ জুন বৃহস্পতিবার গায়ানার প্রোভিডেন্স স্টেডিয়ামে আইসিসি পুরুষদের ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে। এই ম্যাচটি ভারতের কাছে নিঃসন্দেহে বলার। ২ বছর আগে ২০২২ সালে ইংল্যান্ডের কাছে টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হেরেই ছিলো যেতে হয়েছিল ভারতকে। সেবার ১০ উইকেটে হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। ২০২৪ সালেও ফের ২০ ওভারের বিশ্বকাপের শেষ চারের দ্বৈরথে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত-ইংল্যান্ড। সুপার এট্টি পর্বে সবকটি ম্যাচ জিতল ভারত। চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে একমাত্র দল হিসাবে অপরাডেয়ে রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া। সুপার আট্টি পর্বে ভারত যেহেতু শীর্ষে রয়েছে, তাই তারা গ্রুপ-টুর দ্বিতীয় স্থানে থাকা দল ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে। নকআউট পর্বে ভারত-ইংল্যান্ডের ম্যাচটা যে উত্তেজনার চরমে পৌঁছতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে যে ভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বত্র এখন বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে আবহাওয়া বাধা হবে না তো? অ্যাকুওয়েয়ার.কম-এর মতে, গায়ানায় বৃহস্পতিবার সকালের পূর্বাভাসে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৮৮ এবং বজ্রঝড়ের

সম্ভাবনা ১৮ রয়েছে। ম্যাচটি স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হওয়ার কথা, যা ভারতীয় সময় রাত ৮টায়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালটি ওই একই দিনেই। তবে তা হবে সকালে। সেই ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডে রয়েছে। অর্থাৎ কোনও কারণে ম্যাচটি ভারতীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকালে না হলে শুক্রবার সকালে হবে। কিন্তু ভারত খেলবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। সেই

ম্যাচের কোনও রিজার্ভ ডে নেই। তবে প্রয়োজনে ২৫০ মিনিট পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় ম্যাচ করানোর চেষ্টা করা যদি বৃষ্টিতে একটিও বল না ফেলে ম্যাচটি সম্পূর্ণ ভাবে বৃষ্টিতে ভেঙ্গে যায় বা অতিরিক্ত বরাদ্দ সময়ের পরেও কোনও ফলাফল সম্ভব না হয়, তবে ভারত সুপার আট্টি পর্বে তাদের ভালো পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ফাইনালে উঠবে। কারণ তারা সুপার আট্টি পর্বে গ্রুপ ওয়ানের শীর্ষ ছিল। কিন্তু ইংল্যান্ড সেখানে গ্রুপ-টুর দুই নম্বর দল হিসেবে শেষ করেছে। তাই ম্যাচ ভেঙে যেতে গলে লাভবান হবে টিম ইন্ডিয়া। ভারত সুপার আট্টি তাদের তিন ম্যাচে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে। সেখানে ইংল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে গিয়েছিল। তাই সেই বিচারে, ভারত-ইংল্যান্ড সেমি না খেলা হলে, বিদায় নেবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। সরাসরি ফাইনাল খেলবেন রোহিত শর্মার।



অস্কার প্রাপ্য! জোনাথন ট্রুটের নির্দেশে মাঠে শুয়ে গুলবদিন, নিন্দার ঝড়

সেন্ট ভিনসেন্ট, ২৫ জুনঃ আফগানিস্তান টিমকে সকলেই ভালোবাসে। তাদের দুর্দান্ত ক্রিকেট, মাঠের আচরণ সকলের মন জয় করে নেয়। তবে সেমিফাইনালে ওঠার ইতিহাসের ম্যাচে কোচ জোনাথন ট্রুট এবং গুলবদিন নায়েবের আচরণ অস্বস্তিতে ফেলল। ঘটনায় চরম ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ খানও। ম্যাচ শেষে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেন। রশিদ বলেন, “বৃষ্টি, রেজাল্ট এসব নিয়ে খুব বেশি ভাবছিলাম না। দিনের শেষে এটা বেশি জরুরি, আমরা সর্বশক্তি নিয়ে চেষ্টা করেছি কিনা।” যোগ্য দল হিসেবেই সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে আফগানিস্তান। এর মাঝে অস্বস্তি বাড়িয়েছে ট্রুটের নির্দেশনায় গুলবদিন

তার আচরণ অবশ্য প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ঘটনাটি বাংলাদেশ ইনিংসের ১১.৪ ওভারে। ডিএলএসে বাংলাদেশ তখন পিছিয়ে ছিল। ফের একবার বৃষ্টি আসছে। কোচ জোনাথন ট্রুট ইদারা করেন ম্যাচ স্লো করার জন্য। বোলিং করছিলেন নূর আহমেদ। স্লিপে দড়িয়ে প্রাক্তন অধিনায়ক গুলবদিন। কোচের নির্দেশে হঠাৎই পায় হাত দিয়ে শুয়ে পড়েন। যা দেশে অসন্তুষ্ট বর্তমান অধিনায়ক রশিদ খানও। বৃষ্টিতে সে সময় সেলা

খামানো হয়। খুড়িয়ে মাঠ ছাটেন নায়েব। বিক্ষুব্ধ করতে ছাটেনি বাংলাদেশ ওপেনার লিটন দাসও। তিনিও মহম্মদ নবির সঙ্গে মজা করে খোড়াছিলেন। গুলবদিনের শুয়ে পড়াটা যে পুরোপুরি অভিনয়, এ বিষয়ে সন্দেহ



নেই। খেলা ফের শুরু হতেই মাঠে আসেন গুলবদিন। বোলিংও করেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক গ্রু দেন। হঠাৎই জোট উঠাও। গুলবদিনের অভিনয় দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই লিখছেন, ওর অস্কার প্রাপ্য। তুলোখনা করছেন কোচ জোনাথন ট্রুটকেও। ম্যাচ শেষে অধিনায়ক রশিদ খান সতীর্থকে নিয়ে যেন কিছুটা বিরক্তির সূত্রেই বললেন, “আশা করি গুলবদিন সুস্থ আছে। তবে ও যে উইকেট দিয়েছে, সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ।” অনেকেই দাবি তুলেছেন, এমন যেক ইনজুরির অভিনয়ের জন্য আইসিসির উচিত শাস্তি দেওয়া।

প্যাকেজ বুকিং-এ বিশেষ ছাড়

বুকিং চলছে

গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া

9875658238 / 8820071827 / 8334826975